ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

দেবহূতির অনুতাপ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

পিতৃভ্যাং প্রস্থিতে সাধ্বী পতিমিঙ্গিতকোবিদা ।
নিত্যং পর্যচরৎপ্রীত্যা ভবানীব ভবং প্রভুম্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় ঋষি বললেন; **পিতৃভ্যাম্**—পিতা-মাতার দ্বারা; **প্রস্থিতে**—প্রস্থান করলে; **সাধ্বী**—সাধ্বী রমণী; **পতিম্**—তাঁর পতির; **ইঙ্গিত-কোবিদা**—মনোভাব জেনে; **নিত্যম্**—নিরন্তর; **পর্যচরৎ**—পরিচর্যা করেছিলেন; **প্রীত্যা**—গভীর প্রীতি সহকারে; **ভবানী**—পার্বতী দেবী; **ইব**—মতো; **ভবম্**—শিবকে; **প্রভুম্**—তাঁর পতি।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—তাঁর পিতা-মাতা প্রস্থান করলে, সাধ্বী দেবহূতি, যিনি তাঁর পতির মনোভাব বুঝতে পারতেন, নিরন্তর গভীর প্রীতি সহকারে তাঁর পতির সেবা করেছিলেন, ঠিক যেমন পার্বতী দেবী তাঁর পতি শিবের সেবা করেন।

তাৎপর্য

এখানে ভবানীর দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ভব্যানী* মানে হচ্ছে ভব বা শিবের পত্নী। হিমালয় রাজার কন্যা ভবানী বা পার্বতী শিবকে পতিরূপে বরণ করেছিলেন, যিনি আপাত দৃষ্টিতে ঠিক একজন ভিক্ষুকের মতো। রাজকন্যা হওয়া সত্ত্বেও, তিনি শিবকে পাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছিলেন, যাঁর একটি ঘর পর্যন্ত ছিল না এবং যিনি একটি গাছের নীচে বসে ধ্যান করে তাঁর সময় অতিবাহিত করতেন। যদিও ভবানী ছিলেন একজন মহান রাজার কন্যা, তবুও তিনি একজন দরিদ্র রমণীর মতো শিবের সেবা করতেন। তেমনই দেবহূতি ছিলেন সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা, তবুও তিনি কর্দম মুনিকে তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন। তিনি

গভীর প্রীতি এবং অনুরাগ সহকারে তাঁর সেবা করতেন, এবং তিনি জানতেন কিভাবে তাঁর প্রসন্নতা বিধান করতে হয়। তাই তাঁকে এখানে *সাধ্বী* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'সতী বা পতিব্রতা স্ত্রী'। তাঁর এই দুর্লভ দৃষ্টান্ত বৈদিক সভ্যতার আদর্শ। প্রত্যেক স্ত্রীকে দেবহূতি বা ভবানীর মতো পতি-পরায়ণা হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। আজও হিন্দু-সমাজে অবিবাহিতা কন্যাদের শিবের মতো পতি পাওয়ার বাসনায় শিবের পূজা করার শিক্ষা দেওয়া হয়। শিব হচ্ছেন আদর্শ পতি, ধন-সম্পদ বা ইন্দ্রিয় সুখের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে। *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*—'শম্ভু বা শিব হচ্ছেন আদর্শ বৈষ্ণব'। তিনি নিরন্তর শ্রীরামের ধ্যান করেন এবং হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে জপ করেন। শিবের একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে, যাকে বলা হয় রুদ্র সম্প্রদায় বা বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়। অবিবাহিতা বালিকারা শিবের পূজা করে, যাতে তারা তাঁর মতো বৈষ্ণব পতি লাভ করতে পারে। ভারতবর্ষে মেয়েদের জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অতি সম্ভ্রান্ত বা ঐশ্বর্যশালী পতি বরণ করার শিক্ষা দেওয়া হয় না; পক্ষান্তরে, কোন কন্যা যদি শিবের মতো ভগবদ্ভক্ত পতি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়। পত্নী পতির উপর নির্ভরশীল, এবং পতি যদি বৈষ্ণব হন, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সে তাঁর পতির ভগবৎ সেবায় অংশ গ্রহণ করে, কেননা সে তাঁর সেবা করে। পতি-পত্নীর মধ্যে এই প্রকার ভক্তি তথা প্রেমের আদান-প্রদান গৃহস্থ-জীবনের আদর্শ।

শ্লোক ২

বিশ্রম্ভেণাত্মশৌচেন গৌরবেণ দমেন চ ।
শুশ্রূষয়া সৌহৃদেন বাচা মধুরয়া চ ভোঃ ॥ ২ ॥

বিশ্রম্ভেণ—অন্তরঙ্গতা সহকারে; আত্ম-শৌচেন—মন এবং দেহের পবিত্রতা সহকারে; গৌরবেণ—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; দমেন—ইন্দ্রিয় সংযম সহকারে; চ—এবং; শুশ্রূষয়া—সেবা সহকারে; সৌহৃদেন—সৌহার্দ সহকারে; বাচা—বাক্যের দ্বারা; মধুরয়া—মধুর; চ—এবং; ভোঃ—হে বিদুর।

অনুবাদ

হে বিদুর! দেবহূতি অন্তরে এবং বাইরে পবিত্র হয়ে, অন্তরঙ্গভাবে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে, সংযত চিত্তে, প্রীতি এবং মধুর বাক্যের দ্বারা তাঁর পতির সেবা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে দুইটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *দেবহূতি বিশ্রম্ভেণ* এবং *গৌরবেণ*, এই দুইভাবে তাঁর পতির সেবা করেছিলেন। পতি অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে সেবা করার এই দুইটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। *বিশ্রম্ভেণ* মানে হচ্ছে 'অন্তরঙ্গতা সহকারে' এবং *গৌরবেণ* মানে হচ্ছে 'গভীর শ্রদ্ধা সহকারে'। পতি হচ্ছেন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু; তাই, পত্নী একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো তার সেবা করবে, আবার সেই সঙ্গে তার পতিকে গুরুরূপে জেনে, তার প্রতি শ্রদ্ধা-পরায়ণ হতে হবে। পুরুষের এবং নারীর মনস্তত্ত্ব ভিন্ন। দৈহিক গঠন অনুসারে, পুরুষ সর্বদা তার পত্নীর থেকে শ্রেষ্ঠ হতে চায়, এবং নারী তার দেহের গঠন অনুসারে, স্বাভাবিকভাবে তার পতির থেকে নিকৃষ্ট। তাই স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে, পতি তার পত্নী থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, এবং তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। পতি যদি কোন ভুলও করে, পত্নীকে তা সহ্য করতে হবে, এবং তা হলেই পতি-পত্নীর মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি হবে না। *বিশ্রম্ভেণ* মানে হচ্ছে 'অন্তরঙ্গতা সহকারে', তবে এই অন্তরঙ্গতা যেন 'বেশি মাখামাখির ফলে মান থাকে না', এতে পর্যবসিত না হয়। বৈদিক সভ্যতায়, পত্নী তাঁর পতিকে নাম ধরে ডাকেন না। বর্তমান সভ্যতায়, পত্নী তার পতিকে নাম ধরে ডাকে, কিন্তু হিন্দু সমাজে তা হয় না। এইভাবে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের সম্পর্ক বজায় থাকে। *দমেন চ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, ভুল বোঝাবুঝি হলেও পত্নীকে সংযত থাকতে হয়। *সৌহৃদেন বাচা মধুরয়া* মানে হচ্ছে, সর্বদা পতির শুভ কামনা করা এবং মধুর বাক্যে তার সঙ্গে কথা বলা। বহির্জগতে জড় বস্তুর সংস্পর্শে আসার ফলে পুরুষ মানুষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে; তাই, তার গৃহে অন্তত মধুর বাক্যের দ্বারা তাকে সম্ভাষণ করা তার পত্নীর কর্তব্য।

শ্লোক ৩

বিসৃজ্য কামং দম্ভং চ দ্বেষং লোভমঘং মদম্ ।
অপ্রমত্তোদ্যতা নিত্যং তেজীয়াংসমতোষয়ৎ ॥ ৩ ॥

বিসৃজ্য—পরিত্যাগ করে; **কামম্**—কাম; **দম্ভম্**—গর্ব; **চ**—এবং; **দ্বেষম্**—দ্বেষ; **লোভম্**—লোভ; **অঘম্**—পাপ আচরণ; **মদম্**—অহঙ্কার; **অপ্রমত্তা**—অবিচলিত; **উদ্যতা**—উদ্যম সহকারে; **নিত্যম্**—সর্বদা; **তেজীয়াংসম্**—তাঁর অত্যন্ত তেজস্বী পতি; **অতোষয়ৎ**—তিনি তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন।

অনুবাদ

অবিচলিতভাবে এবং উদ্যম সহকারে কার্য করে, সমস্ত কাম, দম্ভ, দ্বেষ, লোভ, পাপাচরণ এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ করে, তিনি তাঁর অত্যন্ত তেজস্বী পতির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে মহান পতির মহান পত্নীর কয়েকটি গুণের বর্ণনা করা হয়েছে। কর্দম মুনি তাঁর আধ্যাত্মিক গুণাবলীর বলে মহান ছিলেন। এই প্রকার পতিকে বলা হয় *তেজীয়াংসম্*, বা অত্যন্ত তেজস্বী। পারমার্থিক চেতনায় পত্নী পতির সমকক্ষ হলেও, তাঁর গর্বিত হওয়া উচিত নয়। কখনও কখনও দেখা যায় যে, পত্নী হচ্ছেন অত্যন্ত ধনী পরিবারের কন্যা, ঠিক যেমন দেবহূতি ছিলেন সম্রাট স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা। তাঁর বংশের গর্বে তিনি অত্যন্ত গর্বিত হতে পারতেন, কিন্তু তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। পত্নীকে পিতৃকুলের গর্বে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। তার কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা পতির অনুগত থাকা এবং সর্ব প্রকার অহঙ্কার পরিত্যাগ করা। পত্নী যদি তার পিতৃকুলের গর্বে গর্বিতা হয়, তা হলে পতি-পত্নীর মধ্যে বিরাট ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে, এবং তার ফলে তাদের বৈবাহিক জীবন দুঃখময় হয়ে যাবে। দেবহূতি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, এবং তাই এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি পূর্ণরূপে তাঁর গর্ব পরিত্যাগ করেছিলেন। দেবহূতি তাঁর পতির প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। পত্নীর পক্ষে সব চাইতে পাপ কর্ম হচ্ছে, অন্য পতি অথবা অন্য প্রেমিক গ্রহণ করা। চাণক্য পণ্ডিত গৃহে চার প্রকার শত্রুর কথা বর্ণনা করেছেন। পিতা যদি ঋণ করে থাকে, তা হলে তাকে শত্রু বলে মনে করা হয়; মাতা যদি বয়স্ক সন্তান থাকা সত্ত্বেও অন্য পতি গ্রহণ করে, তা হলে তাকে শত্রু বলে মনে করা হয়; পত্নী যদি পতির সঙ্গে না থাকে এবং অভদ্র আচরণ করে, তা হলে তাকে শত্রু বলে মনে করা হয়; আর পুত্র যদি মূর্খ হয়, তা হলে তাকেও শত্রু বলে মনে করা হয়। পারিবারিক জীবনে সম্পত্তি হচ্ছে পিতা, মাতা, পত্নী এবং সন্তান, কিন্তু পত্নী অথবা মাতা যদি পতি এবং পুত্র থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন পতি গ্রহণ করে, তা হলে বৈদিক সভ্যতায় তাকে শত্রু বলে বিবেচনা করা হয়। সতী সাধ্বী রমণীর কখনও ব্যভিচারী হওয়া উচিত নয়—সেইটি হচ্ছে একটি মস্ত বড় পাপ।

শ্লোক ৪-৫

স বৈ দেবর্ষিবর্যস্তাং মানবীং সমনুব্রতাম্ ।
দৈবাদ্‌গরীয়সঃ পত্ত্যুরাশাসানাং মহাশিষঃ ॥ ৪ ॥

কালেন ভূয়সা ক্ষামাং কর্শিতাং ব্রতচর্যয়া ।
প্রেমগদ্‌গদয়া বাচা পীড়িতঃ কৃপয়াব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

সঃ—তিনি (কর্দম); **বৈ**—নিশ্চয়ই; **দেব-ঋষি**—স্বর্গের ঋষিরা; **বর্যঃ**—শ্রেষ্ঠ; **তাম্**—তাঁকে; **মানবীম্**—মনুর কন্যা; **সমনুব্রতাম্**—পূর্ণরূপে অনুরক্ত; **দৈবাৎ**—বিধাতা থেকেও; **গরীয়সঃ**—মহান; **পত্যুঃ**—তাঁর পতি থেকে; **আশাসানাম্**—প্রত্যাশা করে; **মহা-আশিষঃ**—মহা আশীর্বাদ; **কালেন ভূয়সা**—দীর্ঘ কাল ব্যাপী; **ক্ষামাম্**—দুর্বল; **কর্শিতাম্**—কৃশ; **ব্রত-চর্যয়া**—ব্রত আচরণের দ্বারা; **প্রেম**—প্রীতি সহকারে; **গদ্‌গদয়া**—গদগদ বচনে; **বাচা**—স্বরে; **পীড়িতঃ**—ব্যথিত; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **অব্রবীৎ**—তিনি বলেছিলেন।

অনুবাদ

মনুর কন্যা, যিনি ছিলেন তাঁর পতির প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুরক্ত, তিনি তাঁর পতিকে বিধাতার থেকেও বড় বলে মনে করতেন। তাই, তিনি তাঁর কাছ থেকে মহা আশীর্বাদ প্রত্যাশা করেছিলেন। দীর্ঘ কাল ব্রত আচরণপূর্বক তাঁর সেবা করার ফলে, তাঁর শরীর দুর্বল এবং ক্ষীণ হয়েছিল। তাঁর সেই অবস্থা দেখে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ কর্দম ব্যথিত হয়েছিলেন এবং গভীর প্রেমে গদগদ স্বরে তাঁকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পত্নী পতির সমশ্রেণীভুক্ত হবে—তাই প্রত্যাশা করা হয়। তাকে পতির আদর্শ পালন করতে প্রস্তুত থাকা কর্তব্য, এবং তা হলেই তাদের জীবন সুখী হয়। পতি যদি ভগবদ্ভক্ত হন আর পত্নী যদি বিষয়াসক্ত হয়, তা হলে গৃহে শান্তি থাকতে পারে না। পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে পতির রুচি দেখে, সেই অনুসারে আচরণ করা। *মহাভারত* থেকে আমরা জানতে পারি, গান্ধারী যখন অবগত হয়েছিলেন যে, তাঁর ভাবী পতি ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অন্ধ, তিনি তৎক্ষণাৎ অন্ধত্বের আচরণ করতে শুরু করেন। তিনি তাঁর চোখ বেঁধে একজন অন্ধ রমণীর মতো আচরণ করতে শুরু করেন। তিনি স্থির করেছিলেন যে, যেহেতু তাঁর পতি হচ্ছেন অন্ধ, তাই তিনিও একজন অন্ধ রমণীর মতো আচরণ করবেন, তা না হলে, তিনি তাঁর দৃষ্টি শক্তির গর্বে গর্বিত হতে পারেন এবং তাঁর পতিকে তাঁর থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করতে পারেন। *সমনুব্রত* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে পতি যে অবস্থায় রয়েছেন, সেই বিশেষ অবস্থাটি গ্রহণ করা। অবশ্যই পতি যখন কর্দম মুনির মতো একজন মহাত্মা, তখন তাঁকে অনুসরণ করার ফলে সুফল অবশ্যই লাভ হবে। কিন্তু

পতি যদি কর্দম মুনির মতো মহান ভগবদ্ভক্ত নাও হন, তবুও পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে তার মনোভাব অনুসারে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। তার ফলে বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখময় হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সতীত্বের ব্রত অবলম্বন করার ফলে, রাজকন্যা দেবহূতি অত্যন্ত কৃশ হয়েছিলেন, এবং তাই তাঁর পতি দয়া-পরবশ হয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, দেবহূতি হচ্ছেন একজন মহান রাজার কন্যা, কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন সাধারণ রমণীর মতো তিনি তাঁর সেবা করছেন। তার ফলে তাঁর শরীর দুর্বল হয়েছিল, এবং তিনি তাই তাঁর প্রতি কৃপা-পরবশ হয়ে, তাঁকে এইভাবে বলেছিলেন।

শ্লোক ৬

কর্দম উবাচ

তুষ্টোঽহমদ্য তব মানবি মানদায়াঃ
শুশ্রূষয়া পরময়া পরয়া চ ভক্ত্যা ।
যো দেহিনাময়মতীব সুহৃৎ স দেহো
নাবেক্ষিতঃ সমুচিতঃ ক্ষপিতুং মদর্থে ॥ ৬ ॥

কর্দমঃ উবাচ—মহর্ষি কর্দম বলেছিলেন; তুষ্টঃ—প্রসন্ন; অহম্—আমি হয়েছি; অদ্য—আজ; তব—তোমার প্রতি; মানবি—হে মনু-কন্যা; মান-দায়াঃ—যাঁরা শ্রদ্ধাবান; শুশ্রূষয়া—সেবার দ্বারা; পরময়া—সর্বশ্রেষ্ঠ; পরয়া—সর্বোচ্চ; চ—এবং; ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; যঃ—যা; দেহিনাম্—দেহধারীদের; অয়ম্—এই; অতীব—অত্যন্ত; সুহৃৎ—প্রিয়; সঃ—তা; দেহঃ—দেহ; ন—না; অবেক্ষিতঃ—যত্ন করা হয়েছে; সমুচিতঃ—যথাযথভাবে; ক্ষপিতুম্—ক্ষয় হওয়া; মৎ-অর্থে—আমার জন্য।

অনুবাদ

কর্দম মুনি বললেন—হে স্বায়ম্ভুব মনুর সম্মানীয়া কন্যা। আজ আমি তোমার গভীর অনুরাগময়ী ভক্তি এবং প্রেমপূর্ণ সেবায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। দেহধারীদের কাছে তাদের দেহ অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু তুমি সেই দেহকেও আমার জন্য ক্ষয় করতে দ্বিধাবোধ করনি দেখে, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছি।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে যে, সকলেরই কাছে তার দেহ অত্যন্ত প্রিয়, তবুও দেবহূতি এতই পতি-পরায়ণা ছিলেন যে, তিনি কেবল গভীর ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর সেবাই করেননি, তিনি তাঁর নিজের শরীরের প্রতি কোন রকম যত্ন নেননি।

একেই বলা হয় নিঃস্বার্থ সেবা। এখানে বোঝা যায় যে, দেবহূতির কোন রকম ইন্দ্রিয় সুখ ছিল না, এমন কি তাঁর পতির থেকেও নয়, তা না হলে তাঁর দেহ এইভাবে ক্ষীণ হত না। তিনি তাঁর দেহ-সুখের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থেকে, কর্দম মুনির পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কার্যে, নিরন্তর তাঁকে সহায়তা করেছিলেন। পতি-পরায়ণা সতীর কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে তাঁর পতির সহায়তা করা, বিশেষ করে পতি যখন কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত থাকেন। তখন পতিও প্রচুরভাবে পত্নীকে পুরস্কৃত করেন। সাধারণ মানুষের পত্নী কখনও এই প্রকার আশা করতে পারে না।

শ্লোক ৭

যে মে স্বধর্মনিরতস্য তপঃসমাধি-
বিদ্যাত্মযোগবিজিতা ভগবৎপ্রসাদাঃ ।
তানেব তে মদনুসেবনয়াবরুদ্ধান্
দৃষ্টিং প্রপশ্য বিতরাম্যভয়ানশোকান্ ॥ ৭ ॥

যে—যা; মে—আমার দ্বারা; স্ব-ধর্ম—স্বীয় ধর্মীয় জীবন; নিরতস্য—পূর্ণরূপে রত; তপঃ—তপস্যায়; সমাধি—ধ্যানে; বিদ্যা—কৃষ্ণভাবনায়; আত্ম-যোগ—মনকে স্থির করার দ্বারা; বিজিতাঃ—প্রাপ্ত হয়েছি; ভগবৎ-প্রসাদাঃ—ভগবানের আশীর্বাদ; তান্—তাদের; এব—এমন কি; তে—তোমার দ্বারা; মৎ—আমাকে; অনুসেবনয়া—ভক্তিযুক্ত সেবার দ্বারা; অবরুদ্ধান্—প্রাপ্ত হয়েছ; দৃষ্টিম্—দিব্য দৃষ্টি; প্রপশ্য—দেখ; বিতরামি—আমি দান করছি; অভয়ান্—ভয়-রহিত; অশোকান্—শোক-রহিত।

অনুবাদ

কর্দম মুনি বললেন—আমি স্বধর্মে রত থেকে তপস্যা, ধ্যান এবং কৃষ্ণভক্তির আচরণ করে, ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছি। তুমি যদিও ভয় এবং শোক-রহিত এই উপলব্ধিগুলি এখনও অনুভব করনি, তবুও সেইগুলি আমি তোমাকে দান করব, কেননা তুমি ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেছ। দেখ, আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করছি, যার দ্বারা তুমি দেখতে পাবে সেইগুলি কত সুন্দর।

তাৎপর্য

দেবহূতি কেবল কর্দম মুনির সেবায় যুক্ত ছিলেন। তিনি তপস্যা, ধ্যান তথা কৃষ্ণভক্তিতে তত উন্নত ছিলেন না, কিন্তু পরোক্ষভাবে, তিনি তাঁর পতির সিদ্ধির

অংশ লাভ করছিলেন, যা তিনি দেখতে পাননি অথবা অনুভব করতে পারেননি। আপনা থেকেই তিনি ভগবানের এই কৃপা লাভ করেছিলেন।

ভগবানের এই কৃপা কি? এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে অভয়। জড় জগতে কেউ যদি কোটি-কোটি টাকা সঞ্চয় করে, তা হলে তার সব সময় ভয় হয় কেননা সে মনে করে, "আমার এই টাকাটা যদি হারিয়ে যায় তা হলে কি হবে?" কিন্তু ভগবানের প্রসাদ বা ভগবানের কৃপা কখনও হারিয়ে যায় না, তা কেবল আস্বাদন করা যায়। তা হারাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাতে কেবল লাভই হয় এবং সেই লাভের উপভোগ হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই সম্বন্ধে প্রতিপন্ন হয়েছে—কেউ যখন ভগবানের প্রসাদ প্রাপ্ত হন, তার ফলে *সর্বদুঃখানি* অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের নিরসন হয়। চিন্ময় স্থিতি প্রাপ্ত হওয়ার ফলে, দুই প্রকার ভবরোগ—আকাঙ্ক্ষা এবং অনুশোচনার নিবৃত্তি হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তি যখন শুরু হয়, তখন ভগবৎ প্রেমের পূর্ণ ফল লাভ হয়। কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে ভগবৎ প্রসাদের সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এই অপ্রাকৃত প্রাপ্তিটি এতই মূল্যবান যে, তার সঙ্গে কোন প্রকার জড় সুখের তুলনা করা যায় না। প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন যে, কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন, তা হলে তিনি এতই মহান হয়ে যান যে, তিনি দেবতাদের পর্যন্ত পরোয়া করেন না, তিনি কৈবল্য মুক্তিকে নরকের মতো মনে করেন, এবং তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়গুলি বশ করা অত্যন্ত সহজ কার্য। তাঁর কাছে স্বর্গ-সুখ আকাশ কুসুমের মতো মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে, চিন্ময় আনন্দের সঙ্গে জড় সুখের কোন তুলনা হয় না।

কর্দম মুনির সেবা করার ফলে, তাঁর কৃপায় দেবহূতির প্রকৃত উপলব্ধি হয়েছিল। নারদ মুনির জীবনেও আমরা এই রকম একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তাঁর পূর্ব জন্মে, নারদ মুনি ছিলেন একজন দাসীর পুত্র। তাঁর মা ভগবানের মহান ভক্তদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাই তিনিও সেই মহাত্মাদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং কেবল তাঁদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সেবন করার ফলে এবং তাঁদের নির্দেশ পালন করার ফলে, তিনি এতই পারমার্থিক উন্নতি সাধন করেছিলেন যে, পরবর্তী জীবনে তিনি নারদ মুনির মতো একজন মহাপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য সব চাইতে সহজ পন্থা হচ্ছে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁর সেবা করা। সেটিই হচ্ছে সাফল্যের রহস্য। যে-সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর গুর্বষ্টকমে (আটটি শ্লোকে গুরুদেবের বন্দনায়) বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ*—গুরুদেবের সেবা করার ফলে, অথবা গুরুদেবের কৃপালাভ করার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ হয়।

তাঁর পতি কর্দম মুনির সেবা করার ফলে, দেবহূতি তাঁর সিদ্ধির অংশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তেমনই, ঐকান্তিক শিষ্য সদ্‌গুরুর সেবা করার দ্বারাই কেবল ভগবানের এবং গুরুদেবের কৃপা একসঙ্গে লাভ করেন।

শ্লোক ৮

অন্যে পুনর্ভগবতো ভ্রুব উদ্বিজৃম্ভ-
বিভ্রংশিতার্থরচনাঃ কিমুরুক্রমস্য ।
সিদ্ধাসি ভুঙ্ক্ষ্ব বিভবান্নিজধর্মদোহান্
দিব্যান্নরৈর্দুরধিগান্নৃপবিক্রিয়াভিঃ ॥ ৮ ॥

অন্যে—অন্যেরা; **পুনঃ**—পুনরায়; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **ভ্রুবঃ**—ভ্রূকুটি; **উদ্বিজৃম্ভ**—সঞ্চালনের দ্বারা; **বিভ্রংশিত**—বিনাশ প্রাপ্ত হয়; **অর্থ-রচনাঃ**—জড়-জাগতিক প্রাপ্তি; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **উরুক্রমস্য**—উরুক্রম শ্রীবিষ্ণুর; **সিদ্ধা**—সফল; **অসি**—তুমি হও; **ভুঙ্ক্ষ্ব**—ভোগ কর; **বিভবান্**—উপহারসমূহ; **নিজ-ধর্ম**—তোমার নিজের ভক্তির দ্বারা; **দোহান্**—প্রাপ্ত; **দিব্যান্**—দিব্য; **নরৈঃ**—মানুষদের দ্বারা; **দুরধিগান্**—দুর্লভ; **নৃপ-বিক্রিয়াভিঃ**—রাজপদের গৌরবে গর্বিত।

অনুবাদ

কর্দম মুনি বলতে লাগলেন—ভগবানের কৃপা ব্যতীত অন্য উপভোগে কি লাভ? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভ্রূকুটি সঞ্চালনে সমস্ত জড় বিষয় ধ্বংস হয়ে যায়। তোমার পতিব্রতা ধর্মের প্রভাবে, তুমি দিব্য উপহারসমূহ প্রাপ্ত হয়েছ, এবং এই সমস্ত দিব্য সম্পদ অতি সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণকারী এবং প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষেও দুর্লভ।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দেখিয়ে গেছেন যে, মানব-জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হচ্ছে ভগবানের কৃপা বা ভগবৎ প্রেম। তিনি বলেছেন, *প্রেমা পুমর্থো মহান্* —ভগবৎ প্রেম লাভ করাই হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। কর্দম মুনিও তাঁর পত্নীকে সেই সিদ্ধির কথাই বলেছেন। তাঁর পত্নী ছিলেন এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের কন্যা। সাধারণত যারা জড়বাদী অথবা জাগতিক ধন-সম্পদের অধিকারি, তারা দিব্য ভগবৎ প্রেমের মূল্য উপলব্ধি করতে পারে না। দেবহূতি যদিও ছিলেন অত্যন্ত মহান রাজপরিবারের কন্যা, সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁর মহান পতি কর্দম মুনির

তত্ত্বাবধানে ছিলেন, যিনি মানব-জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ উপহার ভগবৎ প্রেম তাঁকে দান করেছিলেন। তাঁর পতির শুভেচ্ছা এবং প্রসন্নতার ফলে, দেবহূতি ভগবানের এই কৃপা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, প্রীতি, শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর মহান ভগবদ্ভক্ত মহান পতির সেবা করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর পতি কর্দম মুনি প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবৎ প্রেম দান করেছিলেন, এবং তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা গ্রহণ করে উপভোগ করতে কেননা তিনি তা ইতিমধ্যেই লাভ করেছেন।

ভগবৎ প্রেম কোন সাধারণ সামগ্রী নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী কর্তৃক আরাধিত হয়েছেন কেননা তিনি সকলকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁকে *মহাবদান্যায়* বলে স্তুতি করেছেন, কেননা তিনি মুক্ত হস্তে সকলকে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছেন, যা জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই কেবল বহু জন্মের পর লাভ করতে পারেন। কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণভাবনামৃত, আমাদের প্রিয়জনদের দেওয়ার মতো সর্ব শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

এই শ্লোকে *নিজধর্মদোহান্* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কর্দম মুনির পত্নীরূপে দেবহূতি তাঁর পতির কাছ থেকে এক অমূল্য উপহার লাভ করেছিলেন, কেননা তিনি তাঁর পতির প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠা-পরায়ণ ছিলেন। স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই মুখ্য ধর্মনীতি। সৌভাগ্যবশত পতি যদি একজন মহান ব্যক্তি হন, তা হলে সেই সমন্বয়টি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, এবং পত্নী ও পতি উভয়েরই জীবন তৎক্ষণাৎ সার্থক হয়।

শ্লোক ৯

এবং ব্রুবাণমবলাখিলযোগমায়া-
বিদ্যাবিচক্ষণমবেক্ষ্য গতাধিরাসীৎ ।
সম্প্রশ্রয়প্রণয়বিহ্বলয়া গিরেষদ্-
ব্রীড়াবলোকবিলসদ্ধসিতাননাহ ॥ ৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—বলে; **অবলা**—স্ত্রী; **অখিল**—সমস্ত; **যোগ-মায়া**—দিব্য জ্ঞানের; **বিদ্যা-বিচক্ষণম্**—অদ্বিতীয় জ্ঞানবান; **অবেক্ষ্য**—শ্রবণ করে; **গত-আধিঃ**—সন্তুষ্ট; **আসীৎ**—তিনি হয়েছিলেন; **সম্প্রশ্রয়**—বিনয় সহকারে; **প্রণয়**—এবং প্রীতি সহকারে; **বিহ্বলয়া**—বিহ্বল হয়ে; **গিরা**—বচনে; **ঈষৎ**—অল্প; **ব্রীড়া**—লজ্জা; **অবলোক**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বিলসৎ**—শোভিত; **হসিত**—হেসে; **আননা**—তাঁর মুখমণ্ডল; **আহ**—তিনি বলেছিলেন।

অনুবাদ

সর্ব প্রকার দিব্য জ্ঞানে অদ্বিতীয় তাঁর পতির বাণী শ্রবণ করে, অবলা দেবহূতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল স্মিত হাস্য এবং ঈষৎ সঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টিপাতের ফলে, আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল, এবং তিনি প্রণয় ও বিনয়-জনিত গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, কেউ যদি কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হন এবং ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি তপশ্চর্যা, ধর্ম, যজ্ঞ, যোগ, ধ্যান ইত্যাদি সমস্ত বেদ-বিহিত পন্থাগুলি সমাপ্ত করেছেন। দেবহূতির পতি দিব্য জ্ঞানে এতই দক্ষ ছিলেন যে, তাঁর অপ্রাপ্য কিছুই ছিল না, এবং তিনি যখন তাঁকে বলতে শুনলেন, তখন তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছিল যে, তিনি সমস্ত দিব্য জ্ঞান লাভ করেছেন। তাঁর পতি তাঁকে যে পুরস্কার দিয়েছিলেন, সেই সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না; তিনি জানতেন যে, এই প্রকার উপহার প্রদানে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, এবং তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁকে সর্ব শ্রেষ্ঠ উপহার প্রদান করছেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি দিব্য প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাই তিনি কোন উত্তর দিতে পারেননি; তার পর তিনি গদগদ বচনে, এক অত্যন্ত সুন্দরী স্ত্রীর মতো নিম্ন লিখিত কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১০

দেবহূতিরুবাচ

রাদ্ধং বত দ্বিজবৃষৈতদমোঘযোগ-
মায়াধিপে ত্বয়ি বিভো তদবৈমি ভর্তঃ ।
যস্তেঽভ্যধায়ি সময়ঃ সকৃদঙ্গসঙ্গো
ভূয়াদ্গরীয়সি গুণঃ প্রসবঃ সতীনাম্ ॥ ১০ ॥

দেবহূতিঃ উবাচ—দেবহূতি বললেন; **রাদ্ধম্**—লাভ হয়েছে; **বত**—বস্তুতই; **দ্বিজ-বৃষ**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **এতৎ**—এই; **অমোঘ**—অচ্যুত; **যোগ-মায়া**—যোগ-শক্তির; **অধিপে**—অধীশ্বর; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **বিভো**—হে মহান; **তৎ**—তা; **অবৈমি**—আমি জানি; **ভর্তঃ**—হে পতি; **যঃ**—যা; **তে**—তোমার দ্বারা; **অভ্যধায়ি**—দেওয়া হয়েছে;

সময়ঃ—প্রতিজ্ঞা; সকৃৎ—এক সময়; অঙ্গ-সঙ্গঃ—দৈহিক মিলন; ভূয়াৎ—হোক; গরীয়সি—যখন অত্যন্ত যশস্বী; গুণঃ—এক মহান গুণ; প্রসবঃ—সন্তান; সতীনাম্—পতিব্রতা স্ত্রীদের।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে প্রিয় পতি! হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি জানি যে, আপনি সর্ব সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং আপনি সমস্ত অচ্যুত যোগ-শক্তির অধিকারী, কেননা আপনি যোগমায়ার আশ্রয়ে রয়েছেন। কিন্তু এক সময় আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমাদের দৈহিক মিলন সার্থক হবে, কেননা মহান পতি প্রাপ্ত হয়ে, সাধ্বী স্ত্রীর সন্তান লাভ করা একটি মস্ত বড় গুণ।

তাৎপর্য

দেবহূতি বত শব্দটির দ্বারা তাঁর প্রসন্নতা ব্যক্ত করেছেন, কেননা তিনি জানতেন যে, তাঁর পতি অতি উচ্চ দিব্য পদে অধিষ্ঠিত এবং যোগমায়ার আশ্রিত। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাত্মারা জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন নন। পরমেশ্বর ভগবানের দুইটি শক্তি রয়েছে—জড়া প্রকৃতি এবং পরা প্রকৃতি। জীবেরা হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি। তটস্থা শক্তিরূপে জীবেরা জড়া প্রকৃতি অথবা পরা প্রকৃতির (যোগমায়া) নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকতে পারেন। কর্দম মুনি ছিলেন একজন মহাত্মা, এবং তাই তিনি ছিলেন চিন্ময় শক্তির আশ্রিত, যার অর্থ হচ্ছে তিনি সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার লক্ষণ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত, বা নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকা। দেবহূতি সেই কথা জানতেন, তবুও তিনি সেই মহর্ষির অঙ্গ-সঙ্গ প্রভাবে এক সন্তান লাভের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁর পতিকে তাঁর পিতা-মাতার কাছে প্রদত্ত প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—"দেবহূতির গর্ভধারণ পর্যন্তই কেবল আমি তাঁর সঙ্গে থাকব।" তিনি তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, একজন সাধ্বী রমণীর পক্ষে এক মহান ব্যক্তির কাছ থেকে সন্তান লাভ করা সব চাইতে গৌরবের বিষয়। তিনি গর্ভবতী হতে চেয়েছিলেন, এবং তিনি সেই জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। স্ত্রী শব্দটির অর্থ 'বিস্তার'। পতি এবং পত্নীর দৈহিক সংযোগের ফলে, তাঁদের গুণাবলীর বিস্তার হয়—সৎ পিতা-মাতার সন্তান হচ্ছে পিতা-মাতার স্বীয় গুণাবলীর বিস্তার। কর্দম মুনি এবং দেবহূতি উভয়েই দিব্য জ্ঞানে উদ্ভাসিত ছিলেন; তাই শুরু থেকেই তিনি চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন গর্ভবতী হন এবং তার পর ভগবৎ কৃপা এবং ভগবৎ প্রেম লাভ করতে পারেন। স্ত্রীর সব চাইতে বড় অভিলাষ

হচ্ছে, তিনি যেন তাঁর পতির মতো যোগ্য পুত্র প্রাপ্ত হতে পারেন। যেহেতু তিনি কর্দম মুনির মতো একজন মহাত্মাকে তাঁর পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তাই তিনি তাঁর দৈহিক সংযোগের ফলে, এক পুত্র লাভের বাসনাও করেছিলেন।

শ্লোক ১১

তত্রেতিকৃত্যমুপশিক্ষ যথোপদেশং
যেনৈষ মে কর্শিতোঽতিরিরংসয়াত্মা ।
সিধ্যেত তে কৃতমনোভবধর্ষিতায়া
দীনস্তদীশ ভবনং সদৃশং বিচক্ষ্ব ॥ ১১ ॥

তত্র—তাতে; ইতি-কৃত্যম্—করণীয়; উপশিক্ষ—অনুষ্ঠান করুন; যথা—অনুসারে; উপদেশম্—শাস্ত্রের নির্দেশ; যেন—যার দ্বারা; এষঃ—এই; মে—আমার; কর্শিতঃ—ক্ষীণ; অতিরিরংসয়া—তীব্র কাম তৃপ্ত না হওয়ায়; আত্মা—দেহ; সিধ্যেত—উপযুক্ত হতে পারে; তে—আপনার জন্য; কৃত—উত্তেজিত; মনঃ-ভব—আবেগের দ্বারা; ধর্ষিতায়াঃ—পীড়িত; দীনঃ—দীন; তৎ—অতএব; ঈশ—হে প্রভু; ভবনম্—গৃহ; সদৃশম্—উপযুক্ত; বিচক্ষ্ব—বিবেচনা করুন।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে প্রভু। আমি আপনার প্রতি কামার্তা হয়েছি। তাই দয়া করে আপনি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা করুন, যাতে অতৃপ্ত রতিস্পৃহা হেতু আমার কৃশ শরীর আপনার যোগ্য হতে পারে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত একটি গৃহের কথাও আপনি বিবেচনা করুন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্র কেবল শাস্ত্র-নির্দেশেই পূর্ণ নয়, পারমার্থিক সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্য সাধনে জড় অস্তিত্বের জন্য করণীয় বিষয় সম্বন্ধেও তাতে বহু নির্দেশ রয়েছে। দেবহূতি তাই তাঁর পতিকে জিজ্ঞাসা করেছেন, বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে, কিভাবে তিনি রতি-ক্রীড়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সুসন্তান উৎপাদন করা। সুসন্তান উৎপাদনের পরিস্থিতির বর্ণনা *কাম-শাস্ত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে। সেই শাস্ত্রে, প্রকৃতপক্ষে

মহিমান্বিত যৌন জীবনের জন্য যে-সমস্ত বস্তুর আবশ্যকতা হয়, সেই সব কিছুর বর্ণনা আছে, যেমন—কি রকম ঘর হওয়া উচিত এবং তার সাজসজ্জা কেমন হওয়া উচিত, পত্নীর কি প্রকার বস্ত্র ধারণ করা উচিত, কি প্রকার অলঙ্কার এবং সুগন্ধি ও অন্যান্য চিত্তাকর্ষক দ্রব্যে সে সজ্জিত হবে, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের নির্দেশ রয়েছে। এইগুলি করা হলে, পতি তার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে, এবং অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হবে। মৈথুনকালীন মনোভাব পত্নীর গর্ভে সঞ্চারিত হয়, এবং সেই গর্ভ থেকে সুসন্তান উৎপন্ন হতে পারে। এখানে দেবহূতির দৈহিক আকৃতির বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু তাঁর শরীর কৃশ হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, তাঁর সেই দেহ হয়তো কর্দম মুনির কাছে আকর্ষণীয় নাও হতে পারে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর পতিকে আকর্ষণ করার জন্য কিভাবে তিনি তাঁর দৈহিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারেন। মৈথুনের সময় যদি পতি পত্নীর প্রতি আকৃষ্ট হন, তা হলে অবশ্যই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, কিন্তু পতির প্রতি পত্নীর আকর্ষণের ভিত্তিতে মৈথুনের ফলে কন্যার জন্ম হয়। সেই কথা আয়ুর্বেদে উল্লেখ করা হয়েছে। পত্নীর কামোদ্দীপনা প্রবল হলে, কন্যার জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পতির কামোদ্দীপনা প্রবল হলে, পুত্র-সন্তান প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। দেবহূতি চেয়েছিলেন, *কাম-শাস্ত্রে* বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে তাঁর পতির কামোদ্দীপনা বৃদ্ধি করতে। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর পতি যেন তাঁকে সেই সম্বন্ধে নির্দেশ দেন, এবং তিনি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন একটি উপযুক্ত গৃহের ব্যবস্থা করতে কেননা কর্দম মুনি যে-কুটিরে বাস করছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে এবং সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বগুণাত্মক, এবং সেই পরিবেশে তাঁর হৃদয়ে কাম-ভাবের উদয়ের সম্ভাবনা কম ছিল।

শ্লোক ১২

মৈত্রেয় উবাচ

প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ কর্দমো যোগমাস্থিতঃ ।
বিমানং কামগং ক্ষত্তস্তর্হ্যেবাবিরচীকরৎ ॥ ১২ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মহর্ষি মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **প্রিয়ায়াঃ**—তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর; **প্রিয়ম্**—প্রীতি সাধন; **অন্বিচ্ছন্**—উদ্দেশ্যে; **কর্দমঃ**—কর্দম মুনি; **যোগম্**—যোগ-শক্তি; **আস্থিতঃ**—প্রয়োগ করেছিলেন; **বিমানম্**—বিমান; **কাম-গম্**—ইচ্ছা অনুসারে গতিশীল; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **তর্হি**—তৎক্ষণাৎ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আবিরচীকরৎ**—উৎপন্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর! তাঁর প্রিয় পত্নীর প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে, কর্দম মুনি তাঁর যোগ-শক্তি প্রয়োগ করে, তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা অনুসারে গমনশীল এক প্রাসাদ-সদৃশ বিমান সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *যোগমাস্থিতঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কর্দম মুনি ছিলেন পূর্ণরূপে সিদ্ধ যোগী। যথার্থ যোগ অনুশীলনের ফল-স্বরূপ আট প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়—যোগী ক্ষুদ্রতম থেকে ক্ষুদ্রতর হতে পারেন, মহত্তম থেকে মহত্তর হতে পারেন অথবা লঘুতম থেকে লঘুতর হতে পারেন, তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা কিছু লাভ করতে পারেন, এমন কি তিনি একটি গ্রহ পর্যন্ত সৃষ্টি পারেন, তিনি তাঁর প্রভাব যে কোন ব্যক্তির উপর বিস্তার করতে পারেন, ইত্যাদি। এইভাবে যোগ-সিদ্ধি লাভ হয়, এবং তার পর পারমার্থিক জীবনের সিদ্ধি লাভ হয়। তাই কর্দম মুনি যে-তাঁর প্রিয় পত্নীর মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এক প্রাসাদ-সদৃশ বিমান সৃষ্টি করেছিলেন, তা খুব একটা আশ্চর্যজনক কিছু নয়। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই প্রাসাদটি সৃষ্টি করেছিলেন, যার বর্ণনা পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৩

সর্বকামদুঘং দিব্যং সর্বরত্নসমন্বিতম্ ।
সর্বর্দ্ধ্যুপচয়োদর্কং মণিস্তম্ভৈরুপস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥

সর্ব—সমস্ত; **কাম**—বাসনা; **দুঘম্**—পূর্ণকারী; **দিব্যম্**—আশ্চর্যজনক; **সর্ব-রত্ন**—সর্ব প্রকার মণি-মাণিক্য; **সমন্বিতম্**—সজ্জিত; **সর্ব**—সমস্ত; **ঋদ্ধি**—ঐশ্বর্যের; **উপচয়**—বৃদ্ধি; **উদর্কম্**—ক্রমিক; **মণি**—বহুমূল্য রত্নের; **স্তম্ভৈঃ**—স্তম্ভ-সমন্বিত; **উপস্কৃতম্**—সুশোভিত।

অনুবাদ

সেইটি ছিল সব রকম রত্নে খচিত, মণি-মাণিক্যের স্তম্ভে শোভিত এবং সমস্ত বাসনা পূরণকারী এক আশ্চর্যজনক প্রাসাদ। সেইটি সব রকম আসবাবপত্র এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা সুশোভিত ছিল, যা কালক্রমে ক্রমশ বর্ধনশীল ছিল।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি গগন-মার্গে যে প্রাসাদটি সৃষ্টি করেছিলেন, সেইটিকে 'আকাশের প্রাসাদ' বলা যেতে পারে, তবে কর্দম মুনি তাঁর যোগ শক্তির প্রভাবে সত্যি সত্যি আকাশে একটি বিশাল প্রাসাদ সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনায় আকাশে প্রাসাদ সৃষ্টি করা অসম্ভব, কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে এই বিষয়টি চিন্তা করি, তা হলে আমরা বুঝতে পারি যে, তা মোটেই অসম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবান যদি আকাশে কোটি-কোটি প্রাসাদ-সমন্বিত অসংখ্য গ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন, তা হলে কর্দম মুনির মতো একজন সিদ্ধ যোগীও অনায়াসে আকাশে একটি প্রাসাদ তৈরি করতে পারেন। সেই প্রাসাদটিকে *সর্বকামদুঘম্*, 'সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেইটি রত্নরাজিতে পূর্ণ ছিল। এমন কি সেখানকার স্তম্ভগুলিও মণি-মাণিক্যের দ্বারা রচিত ছিল। সেই সমস্ত মূল্যবান মণিরত্নগুলি ক্ষয়শীল ছিল না, পক্ষান্তরে সেইগুলি ছিল চির স্থায়ী এবং তাদের দ্যুতি নিরন্তর বর্ধিত হচ্ছিল। আমরা কখনও কখনও এই পৃথিবীতেও এই প্রকার প্রাসাদের বর্ণনা শুনে থাকি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ষোল হাজার একশ আট পত্নীর জন্য এমন মণিরত্ন-সমন্বিত সমস্ত প্রাসাদ সৃষ্টি করেছিলেন যে, সেইগুলিতে রাত্রে প্রদীপের আলোকের প্রয়োজন হত না।

শ্লোক ১৪-১৫

দিব্যোপকরণোপেতং সর্বকালসুখাবহম্ ।
পট্টিকাভিঃ পতাকাভির্বিচিত্রাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১৪ ॥
স্রগ্‌ভির্বিচিত্রমাল্যাভির্মঞ্জুশিঞ্জৎষড়ঙ্ঘ্রিভিঃ ।
দুকূলক্ষৌমকৌশেয়ৈর্নানাবস্ত্রৈর্বিরাজিতম্ ॥ ১৫ ॥

দিব্য—বিচিত্র; **উপকরণ**—সামগ্রীর দ্বারা; **উপেতম্**—সজ্জিত; **সর্ব-কাল**—সমস্ত ঋতুতে; **সুখ-আবহম্**—সুখপ্রদ; **পট্টিকাভিঃ**—পট্টিকার দ্বারা; **পতাকাভিঃ**—পতাকার দ্বারা; **বিচিত্রাভিঃ**—বিভিন্ন বর্ণের এবং বস্ত্রের; **অলঙ্কৃতম্**—সজ্জিত; **স্রগ্‌ভিঃ**—পুষ্প-মালা; **বিচিত্র-মাল্যাভিঃ**—বিভিন্ন প্রকার মালার দ্বারা; **মঞ্জু**—মধুর; **সিঞ্জৎ**—গুঞ্জনকারী; **ষট্-অঙ্ঘ্রিভিঃ**—মধুকরের দ্বারা; **দুকূল**—সূক্ষ্ম বস্ত্র; **ক্ষৌম**—এক প্রকার বস্ত্র; **কৌশেয়ৈঃ**—পট্ট বস্ত্রের; **নানা**—বিবিধ প্রকার; **বস্ত্রৈঃ**—বস্ত্রের দ্বারা; **বিরাজিতম্**—শোভায়মান।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদটি সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং তা সর্ব ঋতুতে সুখদায়ক ছিল। তার চারদিকে পতাকা, পট্টিকা এবং বিভিন্ন বর্ণের শিল্পকলার দ্বারা সজ্জিত ছিল। তা সুন্দর পুষ্প-মালায় সুসজ্জিত ছিল, যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মধুকরেরা গুঞ্জন করছিল, এবং তা দুকূল, ক্ষৌম, কৌশেয় প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্রের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল।

শ্লোক ১৬

উপর্যুপরি বিন্যস্তনিলয়েষু পৃথক্‌পৃথক্ ।
ক্ষিপ্তৈঃ কশিপুভিঃ কান্তং পর্যঙ্কব্যজনাসনৈঃ ॥ ১৬ ॥

উপরি উপরি—একের উপর এক; **বিন্যস্ত**—স্থাপিত; **নিলয়েষু**—গৃহে; **পৃথক্ পৃথক্**—পৃথকভাবে; **ক্ষিপ্তৈঃ**—সজ্জিত; **কশিপুভিঃ**—শয্যার দ্বারা; **কান্তম্**—কমনীয়; **পর্যঙ্ক**—পালঙ্ক; **ব্যজন**—পাখা; **আসনৈঃ**—আসনের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদে উপর্যুপরি বিরচিত সাতটি তলায় স্থানে স্থানে শয্যা, পালঙ্ক, ব্যজন ও আসনাদির দ্বারা সুসজ্জিত থাকায়, তা অত্যন্ত মনোহর প্রতিভাত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, সেই প্রাসাদে অনেকগুলি তলা ছিল। উপর্যুপরি *বিন্যস্ত* কথাটি ইঙ্গিত করে যে, গগনচুম্বী ভবন নতুন সৃষ্টি নয়। লক্ষ-লক্ষ বছর পূর্বেও বহু তল-সমন্বিত গৃহ ছিল। সেইগুলিতে কেবল একটি বা দুইটি কক্ষ ছিল না, উপরন্তু সেইগুলি বহু গৃহ-সমন্বিত ছিল, এবং সেইগুলির প্রত্যেকটি সজ্জা, পালঙ্ক, আসন, গালিচা ইত্যাদির দ্বারা পূর্ণরূপে সুসজ্জিত ছিল।

শ্লোক ১৭

তত্র তত্র বিনিক্ষিপ্তনানাশিল্পোপশোভিতম্ ।
মহামরকতস্থল্যা জুষ্টং বিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৭ ॥

তত্র তত্র—স্থানে স্থানে; **বিনিক্ষিপ্ত**—রাখা ছিল; **নানা**—বিবিধ প্রকার; **শিল্প**—শিল্প-কার্য; **উপশোভিতম্**—অস্বাভাবিক সুন্দর; **মহা-মরকত**—বিশাল মরকত মণির; **স্থল্যা**—মেঝে; **জুষ্টম্**—সুসজ্জিত; **বিদ্রুম**—প্রবাল; **বেদিভিঃ**—বেদিসমূহের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদের দেওয়ালগুলি নানাবিধ শিল্প-কার্যের দ্বারা ভূষিত থাকায়, তার শোভা আরও বর্ধিত হয়েছিল। সেই প্রাসাদের মেঝে ছিল মরকত মণির দ্বারা রচিত, এবং সেখানে প্রবাল দ্বারা রচিত বেদিসমূহ বিরাজ করছিল।

তাৎপর্য

আজকাল মানুষেরা তাদের স্থাপত্য কলার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত, যদিও সমস্ত গৃহের মেঝেগুলি সাধারণত রঙিন সিমেন্টের তৈরি। কিন্তু কর্দম মুনি তাঁর যোগ-শক্তির দ্বারা যে-প্রাসাদটি সৃষ্টি করেছিলেন, তার মেঝে ছিল মরকত মণি দিয়ে তৈরি আর সেখানকার বেদিগুলি ছিল প্রবালের তৈরি।

শ্লোক ১৮

দ্বাঃসু বিদ্রুমদেহল্যা ভাতং বজ্রকপাটবৎ ।
শিখরেষ্বিন্দ্রনীলেষু হেমকুম্ভৈরধিশ্রিতম্ ॥ ১৮ ॥

দ্বাঃসু—দ্বারে; **বিদ্রুম**—প্রবালের; **দেহল্যা**—প্রবেশস্থল; **ভাতম্**—সুন্দর; **বজ্র**—হীরক খচিত; **কপাট-বৎ**—কপাটযুক্ত; **শিখরেষু**—গম্বুজে; **ইন্দ্র-নীলেষু**—ইন্দ্রনীল মণির; **হেম-কুম্ভৈঃ**—স্বর্ণ-কুম্ভসমূহের দ্বারা; **অধিশ্রিতম্**—স্থাপিত।

অনুবাদ

প্রবাল নির্মিত দ্বারদেশ এবং হীরক খচিত কপাট-সমন্বিত হওয়ায়, সেই প্রাসাদ অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল। ইন্দ্রনীল মণি রচিত প্রাসাদের চূড়ায়, স্বর্ণ-কুম্ভসমূহ মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছিল।

শ্লোক ১৯

চক্ষুষ্মৎপদ্মরাগাগ্র্যৈর্বজ্রভিত্তিষু নির্মিতৈঃ ।
জুষ্টং বিচিত্রবৈতানৈর্মহার্হৈর্হেমতোরণৈঃ ॥ ১৯ ॥

চক্ষুঃ-মৎ—যেন চক্ষু-সমন্বিত; **পদ্ম-রাগ**—পদ্মরাগ মণি; **অগ্র্যৈঃ**—শ্রেষ্ঠ; **বজ্র**—হীরকের; **ভিত্তিষু**—দেওয়ালে; **নির্মিতৈঃ**—খচিত; **জুষ্টম্**—সুসজ্জিত; **বিচিত্র**—বিবিধ; **বৈতানৈঃ**—চন্দ্রাতপের দ্বারা; **মহা-অর্হৈঃ**—অত্যন্ত মূল্যবান; **হেম-তোরণৈঃ**—স্বর্ণ তোরণের দ্বারা।

অনুবাদ

হীরকময় দেওয়ালে শ্রেষ্ঠ পদ্মরাগ মণিসমূহ খচিত থাকায়, মনে হচ্ছিল যেন তারা চক্ষুষ্মান। তা বিচিত্র চন্দ্রাতপের দ্বারা সজ্জিত ছিল এবং তাতে বহুমূল্য সোনার তোরণ ছিল।

তাৎপর্য

শিল্পিসুলভ মণি-রত্নের ভূষণ এবং সাজসজ্জা যা চক্ষুর মতো প্রতিভাত হচ্ছিল, তা কল্পনা-প্রসূত ছিল না। এমন কি আধুনিক সময়েও, মোঘল সম্রাটেরা বহু মূল্য রত্নের দ্বারা তাদের প্রাসাদে পাখির প্রতিকৃতি বানিয়েছে, যাদের চক্ষু বহুমূল্য মণি-মাণিক্যের দ্বারা নির্মিত। যদিও সেখানকার কর্তৃপক্ষ সেই সমস্ত মণি-মাণিক্যগুলি খুলে নিয়ে গিয়েছে, তবুও দিল্লীতে মোঘল সম্রাটদের নির্মিত কোন কোন প্রাসাদে এখনও সেই সমস্ত সাজসজ্জা বর্তমান। নেত্রের আকৃতি-বিশিষ্ট দুর্লভ রত্ন এবং মণি-মাণিক্যের দ্বারা রাজপ্রাসাদ নির্মিত হত, এবং তার ফলে রাত্রিবেলায় সেইগুলি কিরণ বিতরণ করতো, ফলে প্রদীপের কোন প্রয়োজন হত না।

শ্লোক ২০

হংসপারাবতব্রাতৈস্তত্র তত্র নিকূজিতম্ ।
কৃত্রিমান্ মন্যমানৈঃ স্বানধিরুহ্যাধিরুহ্য চ ॥ ২০ ॥

হংস—হংসদের; পারাবত—কবুতরদের; ব্রাতৈঃ—বহু; তত্র তত্র—ইতস্তত; নিকূজিতম্—শব্দায়মান; কৃত্রিমান্—কৃত্রিম; মন্যমানৈঃ—মনে করে; স্বান্—তাদের মতো; অধিরুহ্য অধিরুহ্য—বার বার উড়ে; চ—এবং।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদে ইতস্তত বহু জীবন্ত হংস এবং পারাবত ছিল এবং বহু কৃত্রিম হংস ও পারাবতও ছিল, যেগুলিকে দেখতে এতই জীবন্ত বলে মনে হত যে, প্রকৃত জীবন্ত হংস ও পারাবতের ঝাঁক সেইগুলিকে তাদেরই মতো জীবন্ত পক্ষী বলে মনে করে, তাদের উপর বার বার উড়ে বসতো এবং তার ফলে সেই প্রাসাদ পক্ষীর কলরবে মুখরিত ছিল।

শ্লোক ২১

বিহারস্থানবিশ্রামসংবেশপ্রাঙ্গণাজিরৈঃ ।
যথোপজোষং রচিতৈর্বিস্মাপনমিবাত্মনঃ ॥ ২১ ॥

বিহার-স্থান—আনন্দ উপভোগের স্থল; বিশ্রাম—বিশ্রাম কক্ষ; সংবেশ—শয়ন কক্ষ; প্রাঙ্গণ—অঙ্গন; অজিরৈঃ—গৃহের বহিরাঙ্গন; যথা-উপজোষম্—আরাম অনুসারে; রচিতৈঃ—নির্মিত; বিস্মাপনম্—বিস্ময় উৎপাদনকারী; ইব—যথার্থই; আত্মনঃ—তাঁর নিজেরও (কর্দম)।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদের ক্রীড়াস্থল, বিশ্রাম কক্ষ, শয়ন কক্ষ, প্রাঙ্গণ এবং বহিরাঙ্গন এমন আরামদায়কভাবে সজ্জিত ছিল যে, তা স্বয়ং কর্দম মুনিরও বিস্ময় উৎপাদন করেছিল।

তাৎপর্য

একজন মহাত্মা হওয়ার ফলে, কর্দম মুনি এক অতি সাদাসিধে আশ্রমে বাস করতেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁর যৌগিক শক্তির প্রভাবে বিশ্রাম কক্ষ, কাম উপভোগের কক্ষ, প্রাঙ্গণ এবং বহিরাঙ্গন-সমন্বিত সেই প্রাসাদটি নির্মিত হতে দেখেছিলেন, তখন তিনিও আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন। ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত পুরুষদের আচরণই এমন। ভগবদ্ভক্ত কর্দম মুনি তাঁর পত্নীর অনুরোধে তাঁর যোগ-শক্তির দ্বারা এই প্রকার ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু যখন সেই ঐশ্বর্য প্রদর্শিত হল, তখন তিনি নিজেও বুঝতে পারছিলেন না এই প্রকার প্রকাশ কিভাবে সম্ভব। যোগী যখন তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন, তখন তিনি নিজেও কখনও কখনও আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান।

শ্লোক ২২

ঈদৃগ্‌গৃহং তৎপশ্যন্তীং নাতিপ্রীতেন চেতসা ।
সর্বভূতাশয়াভিজ্ঞঃ প্রাবোচৎকর্দমঃ স্বয়ম্ ॥ ২২ ॥

ঈদৃক্—এই প্রকার; গৃহম্—গৃহ; তৎ—তা; পশ্যন্তীম্—দর্শন করে; ন অতিপ্রীতেন—অধিক প্রসন্ন হননি; চেতসা—হৃদয়ে; সর্ব-ভূত—প্রত্যেকের; আশয়-অভিজ্ঞঃ—হৃদয়ে জেনে; প্রাবোচৎ—তিনি বলেছিলেন; কর্দমঃ—কর্দম; স্বয়ম্—স্বয়ং।

অনুবাদ

কর্দম মুনি যখন দেখলেন যে, দেবহূতি অপ্রসন্ন চিত্তে সেই বিশাল, ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদটিকে দেখছেন, তখন তিনি তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, কেননা তিনি সকলেরই হৃদয়ের ভাবনা জানতে সক্ষম ছিলেন। তাই তিনি তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন—

তাৎপর্য

দেবহূতি দীর্ঘকাল তাঁর শরীরের প্রতি কোন রকম যত্ন না নিয়ে আশ্রমে বাস করেছিলেন। তাই তাঁর অঙ্গ ছিল মলিন এবং তাঁর পরনের বসন ছিল জীর্ণ। কর্দম মুনি এই রকম একটি প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারবেন, তা দেখে তিনি নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তাঁর পত্নী দেবহূতিও বিস্মিত হয়েছিলেন। দেবহূতি তখন ভেবেছিলেন কিভাবে তিনি এই প্রকার ঐশ্বর্যমণ্ডিত এক প্রাসাদে বাস করবেন? কর্দম মুনি তাঁর মনের কথা জানতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি এইভাবে বলেছিলেন।

শ্লোক ২৩

নিমজ্জ্যাস্মিন্ হ্রদে ভীরু বিমানমিদমারুহ ।
ইদং শুক্লকৃতং তীর্থমাশিষাং যাপকং নৃণাম্ ॥ ২৩ ॥

নিমজ্জ্য—স্নান করে; অস্মিন্—এই; হ্রদে—সরোবরে; ভীরু—হে ভয়শীলে; বিমানম্—বিমানে; ইদম্—এই; আরুহ—আরোহণ কর; ইদম্—এই; শুক্ল-কৃতম্—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা নির্মিত; তীর্থম্—পবিত্র সরোবর ; আশিষাম্—বাসনাসমূহ; যাপকম্—প্রদান করে; নৃণাম্—মানুষদের।

অনুবাদ

হে প্রিয় দেবহূতি। তোমাকে অত্যন্ত ভীতা বলে মনে হচ্ছে। তুমি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর সৃষ্ট এই বিন্দু সরোবরে স্নান কর, যা মানুষের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারে, এবং তার পর এই বিমানে আরোহণ কর।

তাৎপর্য

তীর্থস্থানে গিয়ে স্নান করার প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। বৃন্দাবনে মানুষেরা যমুনায় স্নান করে। প্রয়াগ আদি অন্যান্য স্থানে তারা গঙ্গায় স্নান করে। তীর্থম্

আশিষাং যাপকম্ কথাটির দ্বারা তীর্থস্থানে স্নান করার ফলে মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার কথা বোঝানো হচ্ছে। কর্দম মুনি তাঁর পত্নীকে বিন্দু সরোবরে স্নান করার কথা বলেছিলেন, যাতে তাঁর দেহে পূর্বের মতো সৌন্দর্য এবং কান্তি ফিরে আসে।

শ্লোক ২৪

সা তদ্ভর্তুঃ সমাদায় বচঃ কুবলয়েক্ষণা ।
সরজং বিভ্রতী বাসো বেণীভূতাংশ্চ মূর্ধজান্ ॥ ২৪ ॥

সা—তিনি; তৎ—তখন; ভর্তুঃ—তাঁর পতির; সমাদায়—স্বীকার করে; বচঃ—বাণী; কুবলয়-ঈক্ষণা—কমল-নয়না; স-রজম্—ধূলি-মলিন; বিভ্রতী—পরিধান করে; বাসঃ—বস্ত্র; বেণী-ভূতান্—জটার মতো; চ—এবং; মূর্ধ-জান্—চুল।

অনুবাদ

কমল-নয়না দেবহূতি তাঁর পতির সেই বাক্য স্বীকার করেছিলেন। তাঁর বসন ছিল মলিন এবং তাঁর মাথার চুল ছিল জটাযুক্ত, তাই তাঁকে দেখতে খুব একটা আকর্ষণীয়া লাগছিল না।

তাৎপর্য

এখানে বোঝা যায় যে, দেবহূতি বহু বছর ধরে তাঁর চুল আঁচড়াননি এবং তাই তা জটায় পরিণত হয়েছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি তাঁর পতির সেবায় এমনভাবে যুক্ত ছিলেন যে, তিনি তাঁর নিজের দেহকেও অবহেলা করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

অঙ্গং চ মলপঙ্কেন সংছন্নং শবলস্তনম্ ।
আবিবেশ সরস্বত্যাঃ সরঃ শিবজলাশয়ম্ ॥ ২৫ ॥

অঙ্গম্—শরীর; চ—এবং; মল-পঙ্কেন—ময়লার আবরণে; সংছন্নম্—আচ্ছাদিত; শবল—বিবর্ণ; স্তনম্—স্তনযুগল; আবিবেশ—তিনি প্রবেশ করেছিলেন; সরস্বত্যাঃ—সরস্বতী নদীর; সরঃ—সরোবরে; শিব—পবিত্র; জল—জল; আশয়ম্—ধারণকারী।

অনুবাদ

তাঁর দেহ ধূলি-পঙ্কের ঘন আস্তরণে সমাচ্ছন্ন ছিল, এবং তাঁর স্তনযুগল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেই অবস্থাতেই সরস্বতীর পবিত্র জলে পূর্ণ সেই সরোবরে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

সান্তঃসরসি বেশ্মস্থাঃ শতানি দশ কন্যকাঃ ।
সর্বাঃ কিশোরবয়সো দদর্শোৎপলগন্ধয়ঃ ॥ ২৬ ॥

সা—তিনি; অন্তঃ—ভিতরে; সরসি—সরোবরে; বেশ্ম-স্থাঃ—গৃহে অবস্থিত; শতানি দশ—এক হাজার; কন্যকাঃ—বালিকা; সর্বাঃ—সকলে; কিশোর-বয়সঃ—কিশোর বয়স্কা; দদর্শ—দেখেছিলেন; উৎপল—পদ্মের মতো; গন্ধয়ঃ—গন্ধযুক্ত।

অনুবাদ

সেই সরোবরের মধ্যে একটি গৃহে তিনি এক হাজার বালিকাকে দেখতে পেলেন, তারা সকলেই ছিলেন কিশোর বয়স্কা এবং পদ্মগন্ধা।

শ্লোক ২৭

তাং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ স্ত্রিয়ঃ ।
বয়ং কর্মকরীস্তুভ্যং শাধি নঃ করবাম কিম্ ॥ ২৭ ॥

তাম্—তাঁকে; দৃষ্ট্বা—দেখে; সহসা—তৎক্ষণাৎ; উত্থায়—উঠে; প্রোচুঃ—তারা বলেছিল; প্রাঞ্জলয়ঃ—করজোড়ে; স্ত্রিয়ঃ—কন্যা; বয়ম্—আমরা; কর্ম-করী—পরিচারিকা; তুভ্যম্—আপনার জন্য; শাধি—দয়া করে বলুন; নঃ—আমাদের; করবাম—আমরা করতে পারি; কিম্—কি।

অনুবাদ

তাঁকে দেখে সেই বালিকারা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বললেন, "আমরা আপনার পরিচারিকা। দয়া করে আমাদের বলুন, আমরা আপনার জন্য কি করতে পারি?"

তাৎপর্য

মলিন বস্ত্র পরিহিতা দেবহূতি যখন ভাবছিলেন যে, এই বিশাল প্রাসাদে তিনি কি করবেন, তখনই কর্দম মুনির যোগ-শক্তির প্রভাবে এক হাজার পরিচারিকা তাঁর সেবা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তারা জলের মধ্যে দেবহূতির কাছে এসে তাঁর পরিচারিকা বলে তাদের পরিচয় প্রদান করেছিল, এবং তারা তাঁর আদেশের অপেক্ষা করছিল।

শ্লোক ২৮

স্নানেন তাং মহার্হেণ স্নাপয়িত্বা মনস্বিনীম্ ।
দুকূলে নির্মলে নূত্নে দদুরস্যৈ চ মানদাঃ ॥ ২৮ ॥

স্নানেন—স্নান করার তেলের দ্বারা; তাম্—তাঁকে; মহা-অর্হেণ—অত্যন্ত মূল্যবান; স্নাপয়িত্বা—স্নান করার পর; মনস্বিনীম্—সতী স্ত্রী; দুকূলে—সূক্ষ্ম বস্ত্রে; নির্মলে—নির্মল; নূত্নে—নতুন; দদুঃ—দিয়েছিল; অস্যৈ—তাঁকে; চ—এবং; মানদাঃ—সম্মানকারী বালিকারা।

অনুবাদ

সেই বালিকারা দেবহূতির প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে, অতি মূল্যবান তৈলাদির দ্বারা তাঁর গাত্র মর্দন করিয়ে স্নান করিয়েছিল, এবং তার পর তাঁর পরিধানের জন্য নতুন এবং সূক্ষ্ম নির্মল বস্ত্র দিয়েছিল।

শ্লোক ২৯

ভূষণানি পরার্ধ্যানি বরীয়াংসি দ্যুমন্তি চ ।
অন্নং সর্বগুণোপেতং পানং চৈবামৃতাসবম্ ॥ ২৯ ॥

ভূষণানি—অলঙ্কার; পর-অর্ধ্যানি—অত্যন্ত মূল্যবান; বরীয়াংসি—শ্রেষ্ঠ; দ্যুমন্তি—দীপ্তিমান; চ—এবং; অন্নম্—আহার্য; সর্বগুণ—সমস্ত সদ্‌গুণাবলী; উপেতম্—সমন্বিত; পানম্—পানীয়; চ—এবং; এব—ও; অমৃত—মধুর; আসবম্—মাদক।

অনুবাদ

তার পর তারা তাঁকে শ্রেষ্ঠ এবং বহুমূল্য অলঙ্কার দ্বারা সাজিয়েছিল, যা উজ্জ্বল জ্যোতি বিকিরণ করছিল। তার পর তারা তাঁকে সর্ব গুণ-সমন্বিত উত্তম আহার্য এবং আসব নামক এক প্রকার মধুর পানীয় পান করিয়েছিল।

তাৎপর্য

আসব এক প্রকার আয়ুর্বেদীয় ঔষধ; এইটি সুরা নয়। এইটি তৈরি হয় ভেষজ পদার্থ থেকে এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়ার উন্নতি সাধন করা।

শ্লোক ৩০

অথাদর্শে স্বমাত্মানং স্রগ্বিণং বিরজাম্বরম্ ।
বিরজং কৃতস্বস্ত্যয়নং কন্যাভির্বহুমানিতম্ ॥ ৩০ ॥

অথ—তার পর; **আদর্শে**—আয়নায়; **স্বম্ আত্মানম্**—তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব; **স্রক্-বিণম্**—মাল্য-বিভূষিত; **বিরজ**—নির্মল; **অম্বরম্**—বস্ত্র; **বিরজম্**—সর্বতোরূপে নির্মল হয়ে; **কৃত-স্বস্তি-অয়নম্**—শুভ চিহ্নের দ্বারা অলঙ্কৃত; **কন্যাভিঃ**—পরিচারিকাদের দ্বারা; **বহু-মানিতম্**—অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সেবিত হয়ে।

অনুবাদ

তার পর তিনি আয়নায় তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করলেন। তাঁর দেহ সব রকম মল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিল, এবং তিনি একটি মাল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল এক নির্মল বস্ত্র এবং তিনি শুভ তিলক চিহ্নের দ্বারা বিভূষিত ছিলেন। তাঁর পরিচারিকাদের দ্বারা তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সেবিত হচ্ছিলেন।

শ্লোক ৩১

স্নাতং কৃতশিরঃস্নানং সর্বাভরণভূষিতম্ ।
নিষ্কগ্রীবং বলয়িনং কূজৎকাঞ্চননূপুরম্ ॥ ৩১ ॥

স্নাতম্—স্নাত হয়েছিল; **কৃত-শিরঃ**—মস্তক সহ; **স্নানম্**—স্নান করে; **সর্ব**—সর্বত্র; **আভরণ**—অলঙ্কার দ্বারা; **ভূষিতম্**—অলঙ্কৃত হয়ে; **নিষ্ক**—সম্পুট সমন্বিত গলার হার; **গ্রীবম্**—গলায়; **বলয়িনম্**—বলয় সহ; **কূজৎ**—শব্দায়মান; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ-নির্মিত; **নূপুরম্**—নূপুর।

অনুবাদ

মস্তক সহ তাঁর সারা শরীর সম্পূর্ণরূপে স্নাত হয়েছিল, তিনি সর্বাঙ্গে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন। তাঁর গলায় ছিল একটি পদকযুক্ত এক বিশেষ হার। তাঁর হাতে বলয় এবং পদযুগলে শব্দায়মান স্বর্ণ-নূপুর শোভা পাচ্ছিল।

তাৎপর্য

এখানে *কৃতশিরঃস্নানম্* শব্দটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। *স্মৃতি-শাস্ত্রের* নির্দেশ অনুসারে, স্ত্রীদের দৈনন্দিন কর্তব্য হচ্ছে গলা পর্যন্ত স্নান করা। তাদের মাথার চুল ভিজিয়ে প্রতিদিন স্নান করার প্রয়োজন নেই, কেননা মাথার চুল ভেজা থাকলে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। তাই মহিলাদের জন্য সাধারণত গলা পর্যন্ত ভিজিয়ে স্নান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা পূর্ণ স্নান করে। এই পরিস্থিতিতে দেবহূতি খুব ভালভাবে তাঁর মাথার চুল ধুয়ে পূর্ণ স্নান করেছিলেন। কোন মহিলা যখন সাধারণ স্নান করেন, তখন সেইটিকে বলা হয় *মল-স্নান*, এবং তিনি যখন মস্তক সহ পূর্ণ স্নান করেন, সেইটিকে বলা হয় *শিরঃ-স্নান* । তখন তাঁর মাথায় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তেলের প্রয়োজন হয়। *স্মৃতি-শাস্ত্রের* ভাষ্যকারেরা সেই উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ৩২

শ্রোণ্যোরধ্যস্তয়া কাঞ্চ্যা কাঞ্চন্যা বহুরত্নয়া ।
হারেণ চ মহার্হেণ রুচকেন চ ভূষিতম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রোণ্যোঃ—কটিদেশে; **অধ্যস্তয়া**—পরিহিতা; **কাঞ্চ্যা**—মেখলা দ্বারা; **কাঞ্চন্যা**—স্বর্ণ-নির্মিত; **বহু-রত্নয়া**—বহুবিধ রত্নের দ্বারা ভূষিত; **হারেণ**—মুক্তামালার দ্বারা; **চ**—এবং; **মহা-অর্হেণ**—বহুমূল্য; **রুচকেন**—মঙ্গলময় সামগ্রীর দ্বারা; **চ**—এবং; **ভূষিতম্**—বিভূষিত।

অনুবাদ

তিনি তাঁর কটিদেশে বহু রত্ন-খচিত এক স্বর্ণ-মেখলা পরিধান করেছিলেন, এবং গলদেশে এক বহুমূল্যের মুক্তোর মালা ও নানাবিধ মঙ্গল দ্রব্য দিয়ে তাঁকে আরও বিভূষিত করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

মঙ্গল দ্রব্যগুলি হচ্ছে কেশর, কুমকুম, চন্দন ইত্যাদি। স্নান করার পূর্বে হরিদ্রা-মিশ্রিত সরষের তেল আদি মঙ্গল দ্রব্যসমূহ সারা দেহে লেপন করা হয়। দেবহূতিকে স্নান করানোর সময় তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে নানাবিধ মঙ্গল দ্রব্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

সুদতা সুভ্রুবা শ্লক্ষ্ণস্নিগ্ধাপাঙ্গেন চক্ষুষা ।
পদ্মকোশস্পৃধা নীলৈরলকৈশ্চ লসন্মুখম্ ॥ ৩৩ ॥

সু-দতা—সুন্দর দশনরাজি; **সু-ভ্রুবা**—সুন্দর ভ্রূযুগল; **শ্লক্ষ্ণ**—মনোহর; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **অপাঙ্গেন**—আঁখির কোণ; **চক্ষুষা**—নেত্র; **পদ্ম-কোশ**—পদ্মকলি; **স্পৃধা**—পরাভূত করে; **নীলৈঃ**—নীলাভ; **অলকৈঃ**—কুঞ্চিত কেশদাম; **চ**—এবং; **লসৎ**—উদ্ভাসিত; **মুখম্**—মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

তাঁর মুখমণ্ডল সুন্দর দন্ত এবং মনোহর ভ্রূযুগলের দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল। তাঁর সুস্নিগ্ধ অপাঙ্গযুক্ত নেত্র পদ্মকলির সৌন্দর্যকে পরাস্ত করছিল। তাঁর মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদামে আবৃত ছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে, সাদা দাঁতকে অত্যন্ত সুন্দর বলে মনে করা হয়। দেবহূতির শুভ্র দশন তাঁর মুখের সৌন্দর্য বর্ধিত করেছিল এবং তা ঠিক একটি পদ্মফুলের মতো দেখাচ্ছিল। মুখ যখন অত্যন্ত সুন্দর দেখায়, তখন চোখকে সাধারণত পদ্মফুলের পাপড়ির সঙ্গে এবং মুখকে পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

শ্লোক ৩৪

যদা সস্মার ঋষভমৃষীণাং দয়িতং পতিম্ ।
তত্র চাস্তে সহ স্ত্রীভির্যত্রাস্তে স প্রজাপতিঃ ॥ ৩৪ ॥

যদা—যখন; **সস্মার**—স্মরণ করেছিলেন; **ঋষভম্**—অগ্রণী; **ঋষীনাম্**—ঋষিদের মধ্যে; **দয়িতম্**—প্রিয়; **পতিম্**—পতি; **তত্র**—সেখানে; **চ**—এবং; **আস্তে**—তিনি উপস্থিত ছিলেন; **সহ**—সাথে; **স্ত্রীভিঃ**—পরিচারিকাগণ; **যত্র**—যেখানে; **আস্তে**—উপস্থিত ছিলেন; **সঃ**—তিনি; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি (কর্দম)।

অনুবাদ

যখন তিনি ঋষিদের মধ্যে অগ্রগণ্য তাঁর পরম প্রিয় পতি কর্দম মুনিকে স্মরণ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর পরিচারিকাগণ সহ তৎক্ষণাৎ তাঁর সমক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে মনে হয় যে, প্রথমে দেবহূতি নিজেকে ময়লা এবং অত্যন্ত দরিদ্রভাবে সজ্জিত বলে মনে করেছিলেন। তার পর তাঁর পতি যখন তাঁকে সরোবরের জলে প্রবেশ করতে বলেছিলেন, তখন তিনি পরিচারিকাদের দেখেছিলেন এবং তারা তাঁর দেখাশোনা করেছিল। সব কিছুই হয়েছিল জলের অভ্যন্তরে, এবং তাঁর প্রিয় পতি কর্দম মুনির কথা মনে হওয়া মাত্রই, তাঁকে তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মুখে নিয়ে আসা হয়েছিল। এইগুলি সিদ্ধ যোগীদের কয়েকটি সিদ্ধি; তাঁরা তাঁদের বাসনা অনুসারে তৎক্ষণাৎ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

শ্লোক ৩৫

ভর্তুঃ পুরস্তাদাত্মানং স্ত্রীসহস্রবৃতং তদা ।
নিশাম্য তদ্‌যোগগতিং সংশয়ং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৫ ॥

ভর্তুঃ—তাঁর পতির; **পুরস্তাৎ**—সমক্ষে; **আত্মানম্**—তিনি স্বয়ং; **স্ত্রী-সহস্র**—এক হাজার পরিচারিকাদের দ্বারা; **বৃতম্**—পরিবৃত হয়ে; **তদা**—তখন; **নিশাম্য**—দেখে; **তৎ**—তাঁর; **যোগ-গতিম্**—যোগ-শক্তি; **সংশয়ম্ প্রত্যপদ্যত**—তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর পতির সমক্ষে সহস্র পরিচারিকা পরিবৃতা হয়ে এবং তাঁর পতির যোগশক্তি দর্শন করে, তিনি বিস্মিতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দেবহূতি সব কিছু আশ্চর্যজনকভাবে ঘটতে দেখেছিলেন, তবুও তাঁকে যখন তাঁর পতির সম্মুখে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই সব কিছুই ঘটেছিল তাঁর মহান পতির যোগ-সিদ্ধির প্রভাবে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কর্দম মুনির মতো একজন যোগীর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

শ্লোক ৩৬-৩৭

স তাং কৃতমলস্নানাং বিভ্রাজন্তীমপূর্ববৎ ।
আত্মনো বিভ্রতীং রূপং সংবীতরুচিরস্তনীম্ ॥ ৩৬ ॥
বিদ্যাধরীসহস্রেণ সেব্যমানাং সুবাসসম্ ।
জাতভাবো বিমানং তদারোহয়দমিত্রহন্ ॥ ৩৭ ॥

সঃ—ঋষি; **তাম্**—তাঁর (দেবহূতির); **কৃত-মল-স্নানাম্**—স্নান করে নির্মল হয়ে; **বিভ্রাজন্তীম্**—শোভমান; **অপূর্ব-বৎ**—অতুলনীয়; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **বিভ্রতীম্**—সমন্বিত; **রূপম্**—সৌন্দর্য; **সংবীত**—বেষ্টিত; **রুচির**—মনোহর; **স্তনীম্**—স্তনযুক্ত; **বিদ্যাধরী**—গন্ধর্ব কন্যাদের; **সহস্রেণ**—এক হাজার; **সেব্যমানাম্**—সেবিত; **সু-বাসসম্**—অতি সুন্দর বসনে সজ্জিত; **জাত-ভাবঃ**—অনুরক্ত হয়ে; **বিমানম্**—প্রাসাদ-সদৃশ বিমানে; **তৎ**—সেই; **আরোহয়ৎ**—তিনি তাঁকে আরোহণ করালেন; **অমিত্র-হন্**—হে শত্রু-নাশকারী।

অনুবাদ

কর্দম মুনি দেখলেন যে, দেবহূতি স্নান করে নির্মল হয়ে, এমন সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর পূর্বের পত্নী নন। তিনি তাঁর পূর্বের রাজকন্যার মতো সৌন্দর্য ফিরে পেয়েছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর বসনে আবৃত তাঁর মনোহর কুচযুগল শোভা পাচ্ছিল এবং এক হাজার বিদ্যাধরী তাঁর সেবা করার প্রতীক্ষা করছিল। হে শত্রুহারি, পত্নীর প্রতি কর্দম মুনির অনুরাগ তখন বর্ধিত হয়েছিল, এবং তিনি তাঁকে সেই প্রাসাদোপম বিমানে আরোহণ করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বিবাহের পূর্বে যখন দেবহূতির পিতা-মাতা তাঁকে কর্দম মুনির কাছে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা, এবং তাঁর সেই

সৌন্দর্যের কথা কর্দম মুনির তখন মনে পড়েছিল। কিন্তু বিবাহের পর, তিনি যখন কর্দম মুনির সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি একজন রাজকন্যার মতো আর তাঁর দেহের যত্ন নেননি। সেই রকম যত্ন নেওয়ার কোন সুযোগও সেখানে ছিল না তাঁর পতি একটি কুটিরে বাস করতেন, এবং যেহেতু তিনি সর্বদাই তাঁর সেবায় যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর রাজসিক সৌন্দর্য অন্তর্হিত হয়েছিল এবং তিনি একজন সাধারণ দাসীর মতো হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন, কর্দম মুনির যোগ-শক্তির প্রভাবে বিদ্যাধরী কন্যাদের দ্বারা স্নাত হয়ে, তিনি তাঁর পূর্বের সৌন্দর্য ফিরে পেয়েছিলেন, এবং বিবাহের পূর্বে তাঁর যে রকম সৌন্দর্য ছিল, সেই রকম সৌন্দর্য দর্শন করে, কর্দম মুনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যুবতী রমণীর প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে তার কুচযুগল। একজন মহান ঋষি হওয়া সত্ত্বেও, কর্দম মুনি যখন তাঁর পত্নীর বহুগুণ সৌন্দর্য বর্ধনকারী, অত্যন্ত সুন্দর বসনাবৃত কুচযুগল দর্শন করেছিলেন তখন তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাই পরমার্থবাদীদের সাবধান করে দিয়েছেন, তাঁরা যেন কখনও রমণীদের উন্নত কুচযুগলের প্রতি আকৃষ্ট না হন, কেননা তা শরীরের অভ্যন্তরে রক্ত এবং মেদের সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্লোক ৩৮

তস্মিন্নলুপ্তমহিমা প্রিয়য়ানুরক্তো
বিদ্যাধরীভিরুপচীর্ণবপুর্বিমানে ।
বব্রাজ উৎকচকুমুদ্‌গণবানপীচ্য-
স্তারাভিরাবৃত ইবোড়ুপতির্নভঃস্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তস্মিন্—তাতে; **অলুপ্ত**—হারিয়ে যায়নি; **মহিমা**—যশ; **প্রিয়য়া**—তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সহ; **অনুরক্তঃ**—আসক্ত; **বিদ্যাধরীভিঃ**—গন্ধর্ব কন্যাদের দ্বারা; **উপচীর্ণ**—সেবিত; **বপুঃ**—শরীর; **বিমানে**—বিমানে; **বব্রাজ**—তিনি শোভা পাচ্ছিলেন; **উৎকচ**—উন্মুক্ত; **কুমুৎ-গণ-বান্**—কুমুদরাজি সমন্বিত চন্দ্র; **অপীচ্যঃ**—অত্যন্ত মনোহর; **তারাভিঃ**—তারকাদের দ্বারা; **আবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **ইব**—যেমন; **উড়ুপতিঃ**—চন্দ্র (নক্ষত্রদের প্রধান); **নভঃ-স্থঃ**—আকাশে।

অনুবাদ

বিদ্যাধরীগণ কর্তৃক সেবিতা প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি আপাত দৃষ্টিতে আসক্ত হলেও, কর্দম মুনির মহিমা লুপ্ত হয়নি, যা ছিল তাঁর আত্ম-সংযম। সেই প্রাসাদ-সদৃশ

বিমানে কর্দম মুনি পরিচারিকাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন, ঠিক যেমন আকাশে কুমুদ প্রকাশক চন্দ্র তারকা-বেষ্টিত হয়ে শোভা পায়।

তাৎপর্য

সেই প্রাসাদটি আকাশে ছিল, এবং তাই এই শ্লোকে যে পূর্ণ চন্দ্র এবং তারকাগুলির সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সুন্দর। কর্দম মুনিকে পূর্ণ চন্দ্রের মতো দেখাচ্ছিল, এবং তাঁর পত্নী দেবহূতির চারপাশে যে-সমস্ত কন্যারা ছিল, তাদের ঠিক তারকারাজির মতো দেখাচ্ছিল। পূর্ণিমার রাত্রে নক্ষত্র এবং চন্দ্র একত্রে এক অত্যন্ত সুন্দর জ্যোতিষ্কমণ্ডলী রচনা করে; তেমনই, আকাশস্থিত সেই প্রাসাদে কর্দম মুনি তাঁর পত্নী এবং বিদ্যাধরী কন্যাগণ সহ চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজির মতো প্রতীত হচ্ছিলেন।

শ্লোক ৩৯

তেনাষ্টলোকপবিহারকুলাচলেন্দ্র-
দ্রোণীষ্বনঙ্গসখমারুতসৌভগাসু ।
সিদ্ধৈর্নুতো দ্যুধুনিপাতশিবস্বনাসু
রেমে চিরং ধনদবল্ললনাবরূথী ॥ ৩৯ ॥

তেন—সেই বিমানের দ্বারা; **অষ্ট-লোক-প**—অষ্টলোকপালগণের; **বিহার**—প্রমোদস্থলী; **কুল-অচল-ইন্দ্র**—পর্বতসমূহের রাজার (মেরুর); **দ্রোণীষু**—উপত্যকায়; **অনঙ্গ**—কামদেবের; **সখ**—সাথী; **মারুত**—পবন সহ; **সৌভগাসু**—সুন্দর; **সিদ্ধৈঃ**—সিদ্ধদের দ্বারা; **নুত**—প্রশংসিত; **দ্যু-ধুনি**—গঙ্গার; **পাত**—পতনের; **শিবস্বনাসু**—মঙ্গল ধ্বনির দ্বারা স্পন্দিত; **রেমে**—তিনি উপভোগ করেছিলেন; **চিরম্**—দীর্ঘ কাল ধরে; **ধনদ-বৎ**—কুবেরের মতো; **ললনা**—বালিকাদের দ্বারা; **বরূথী**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

সেই প্রাসাদোপম বিমানে তিনি মেরু পর্বতের প্রমোদ উপত্যকায় ভ্রমণ করেছিলেন, যা কাম উদ্দীপক শীতল, সুগন্ধিত মন্দ বায়ুর প্রভাবে আরও অধিক সুন্দর হয়েছিল। সেই সমস্ত উপত্যকায় দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের সুন্দরী রমণীগণ পরিবৃত হয়ে এবং সিদ্ধদের দ্বারা বন্দিত হয়ে, সাধারণত আনন্দ উপভোগ করেন। কর্দম মুনিও তাঁর পত্নী ও সুন্দরী রমণীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন, এবং বহু বহু বছর ধরে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কুবের ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন দিকের অধিষ্ঠাত্রী আটজন দেবতাদের মধ্যে একজন। কথিত হয় যে, ইন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডের পূর্বদিকের অধ্যক্ষ, যেখানে স্বর্গলোক অবস্থিত। তেমনই অগ্নি ব্রহ্মাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগের অধ্যক্ষ; পাপীদের দণ্ডদানকারী দেবতা যম দক্ষিণ ভাগের অধ্যক্ষ; নির্ঋতি ব্রহ্মাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের অধ্যক্ষ; জলের দেবতা বরুণ পশ্চিম ভাগের অধ্যক্ষ; বায়ুর দেবতা পবন, যাঁর বায়ুতে ভ্রমণ করার জন্য পাখা রয়েছে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম ভাগের অধ্যক্ষ; এবং দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর ভাগের অধ্যক্ষ। এই সমস্ত দেবতারা মেরু পর্বতের উপত্যকায় আনন্দ উপভোগ করেন, যা সূর্য এবং পৃথিবীর অন্তর্বর্তী কোন স্থানে অবস্থিত। সেই বিমানে কর্দম মুনি পূর্ব বর্ণিত আটজন দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অষ্ট দিকের সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন, এবং দেবতারা যেমন মেরু পর্বতে যান, তিনিও আনন্দ উপভোগ করার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। কেউ যখন সুন্দরী যুবতী কন্যাগণ কর্তৃক পরিবৃত থাকেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই কাম উদ্দীপনা প্রবল হয়ে ওঠে। কর্দম মুনি কামভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি মেরু পর্বতের সেই অংশে বহু বহু বছর ধরে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন। তাঁর সেই কামক্রীড়া সিদ্ধগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল, কেননা তার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত সুসন্তান উৎপাদন করা।

শ্লোক ৪০

বৈশ্রম্ভকে সুরসনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে ।
মানসে চৈত্ররথ্যে চ স রেমে রাময়া রতঃ ॥ ৪০ ॥

বৈশ্রম্ভকে—বৈশ্রম্ভক উদ্যানে; **সুরসনে**—সুরসন নামক স্থানে; **নন্দনে**—নন্দন নামক স্থানে; **পুষ্পভদ্রকে**—পুষ্পভদ্রক নামক স্থানে; **মানসে**—মানস সরোবরের তটে; **চৈত্ররথ্যে**—চৈত্ররথ্যে; **চ**—এবং; **সঃ**—তিনি; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **রাময়া**—তাঁর পত্নীর দ্বারা; **রতঃ**—তৃপ্ত।

অনুবাদ

তাঁর পত্নী কর্তৃক সন্তুষ্ট হয়ে, তিনি সেই বিমানে কেবল মেরু পর্বতেই নয়, বৈশ্রম্ভক, সুরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক ও চৈত্ররথ্য প্রভৃতি উদ্যানে এবং মানস সরোবরে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

ভ্রাজিষ্ণুনা বিমানেন কামগেন মহীয়সা ।
বৈমানিকানত্যশেত চরঁল্লোকান্ যথানিলঃ ॥ ৪১ ॥

ভ্রাজিষ্ণুনা—দীপ্তিশালী; **বিমানেন**—বিমানে; **কাম-গেন**—ইচ্ছা অনুসারে গমনশীল; **মহীয়সা**—অতি শ্রেষ্ঠ; **বৈমানিকান্**—তাঁদের নিজেদের বিমানে স্থিত দেবতাগণ; **অত্যশেত**—তিনি অতিক্রম করেছিলেন; **চরন্**—ভ্রমণ করে; **লোকান্**—লোকসমূহকে; **যথা**—যেমন; **অনিলঃ**—বায়ুঃ।

অনুবাদ

বায়ু যেমন অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে, ঠিক সেইভাবে তিনি বিভিন্ন লোকে বিচরণ করেছিলেন। তাঁর সেই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, দীপ্তিশালী এবং ইচ্ছানুসারে গমনশীল বিমানে চড়ে তিনি যখন গগন-মার্গে বিচরণ করছিলেন, তখন তিনি দেবতাদেরও অতিক্রম করেছিলেন।

তাৎপর্য

যে-সমস্ত লোকে দেবতারা বাস করেন, সেইগুলি তাদের নিজের নিজের কক্ষপথে সীমিত থাকে, কিন্তু কর্দম মুনি তাঁর যোগ-শক্তির প্রভাবে অপ্রতিহতভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারতেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের জীবেদের বলা হয় জীবাত্মা; অর্থাৎ তাদের সর্বত্র গমনাগমনের স্বাধীনতা নেই। আমরা এই ভূলোকের অধিবাসী; অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার স্বাধীনতা আমাদের নেই। আধুনিক যুগে মানুষেরা অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা সফল হয়নি। আমাদের ইচ্ছামতো অন্যান্য গ্রহে যাওয়া সম্ভব নয়, কেননা প্রকৃতির নিয়মে দেবতারা পর্যন্ত এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যেতে পারে না। কিন্তু কর্দম মুনি তাঁর যোগ-শক্তির প্রভাবে, দেবতাদেরও ক্ষমতা অতিক্রম করেছিলেন এবং গগন-মার্গে সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন। এখানে এই তুলনাটি অত্যন্ত উপযুক্ত। *যথানিলঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, বায়ু যেমন অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে, তেমনই কর্দম মুনিও অপ্রতিহতভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাম্ ।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ ॥ ৪২ ॥

কিম্—কি; **দুরাপাদনম্**—দুর্লভ; **তেষাম্**—তাঁদের পক্ষে; **পুংসাম্**—মানুষ; **উদ্দাম-চেতসাম্**—যাঁরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ; **যৈঃ**—যাঁদের দ্বারা; **আশ্রিতঃ**—শরণ গ্রহণ করেছেন; **তীর্থ-পদঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **চরণঃ**—চরণ; **ব্যসন-অত্যয়ঃ**—যা সমস্ত বিপদ দূর করে।

অনুবাদ

যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, সেই দৃঢ় সংকল্পচিত্ত ব্যক্তিদের পক্ষে কি কোন বস্তু দুর্লভ হতে পারে? তাঁর শ্রীপাদপদ্ম সংসার ভয় নাশকারী গঙ্গার মতো পবিত্র নদীর উৎস।

তাৎপর্য

এখানে *যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণঃ* কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয় *তীর্থপাদ* । গঙ্গাকে পবিত্র বলা হয় কেননা তা শ্রীবিষ্ণুর পদনখ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। গঙ্গা বদ্ধ জীবেদের সমস্ত জাগতিক সন্তাপ দূর করেন। অতএব যেই জীবাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র পাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। কর্দম মুনির বৈশিষ্ট্যে একজন মহান যোগী বলে নয়, একজন মহান ভক্ত বলে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, কর্দম মুনির মতো একজন মহান ভক্তের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। যদিও একজন যোগীর পক্ষে আশ্চর্যজনক ক্ষমতা প্রদর্শন করা অসম্ভব নয়, যেমন কর্দম মুনি এখানে ইতিমধ্যেই প্রদর্শন করেছেন, তবুও কর্দম মুনি একজন ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে, যোগীর থেকেও অধিক ছিলেন; তাই তিনি একজন সাধারণ যোগীর থেকে অধিক মহিমান্বিত। যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—"সমস্ত যোগীদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম, যিনি ভগবানের ভক্ত।" কর্দম মুনির মতো একজন ব্যক্তির পক্ষে বদ্ধ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না; তিনি ছিলেন ইতিমধ্যেই মুক্ত, এবং তিনি ছিলেন দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ, তা ছাড়া দেবতারাও হচ্ছেন বদ্ধ জীবাত্মা। যদিও তিনি তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য রমণীর সঙ্গ উপভোগ করছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন জাগতিক বদ্ধ জীবনের অতীত। তিনি যে বদ্ধ অবস্থার অতীত ছিলেন, সেই কথা ইঙ্গিত করার জন্য *ব্যসনাত্যয়ঃ* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। তিনি সব রকম জড় বাধ্যবাধকতার অতীত ছিলেন।

শ্লোক ৪৩

প্রেক্ষয়িত্বা ভুবো গোলং পত্ন্যৈ যাবান্ স্বসংস্থয়া ।
বহ্বাশ্চর্যং মহাযোগী স্বাশ্রমায় ন্যবর্তত ॥ ৪৩ ॥

প্রেক্ষয়িত্বা—প্রদর্শন করে; **ভুবঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **গোলম্**—মণ্ডল; **পত্ন্যৈ**—তাঁর পত্নীকে; **যাবান্**—যতখানি; **স্ব-সংস্থয়া**—তার রচনা সহ; **বহু-আশ্চর্যম্**—বহু আশ্চর্যে পূর্ণ; **মহা-যোগী**—মহা যোগী (কর্দম); **স্ব-আশ্রমায়**—তাঁর নিজের আশ্রমে; **ন্যবর্তত**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর পত্নীকে বহু আশ্চর্যে পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন মণ্ডল প্রদর্শন করিয়ে, মহা যোগী কর্দম মুনি তাঁর নিজের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে সমস্ত গ্রহগুলিকে *গোল* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রহ গোলাকার, এবং মহা সমুদ্রের দ্বীপের মতো সেইগুলি বিভিন্ন আশ্রয়। গ্রহগুলিকে কখনও কখনও দ্বীপ বা বর্ষ বলা হয়। এই পৃথিবীকে বলা হয় ভারতবর্ষ কেননা মহারাজ ভরত তা শাসন করেছিলেন। এই শ্লোকে ব্যবহৃত আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *বহ্বাশ্চর্যম্*—'বহু আশ্চর্যজনক বস্তু।' তা ইঙ্গিত করে যে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র অষ্ট দিকে যে-সমস্ত গ্রহ রয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। প্রতিটি গ্রহের বিশেষ জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে, বিশেষ ধরনের অধিবাসী রয়েছে এবং সব কিছুর দ্বারা সেইগুলি পূর্ণরূপে সজ্জিত, এমন কি বিভিন্ন ঋতুর সৌন্দর্যও সেখানে রয়েছে। এইভাবে *ব্রহ্মসংহিতাতেও* (৫/৪০) অনুরূপভাবে বলা হয়েছে—*বিভূতিভিন্নম্*—প্রত্যেক লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ঐশ্বর্য রয়েছে। এমন আশা করা যায় না যে, প্রত্যেকটি গ্রহলোকই ঠিক অন্য আর একটি গ্রহলোকের মতো। ভগবানের কৃপায়, প্রকৃতির নিয়মে, প্রতিটি গ্রহলোক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে রচিত হয়েছে। কর্দম মুনি যখন তাঁর পত্নী সহ ভ্রমণ করছিলেন, তখন সেই সমস্ত আশ্চর্যজনক বিষয়গুলি তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অতি সাদাসিধে আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর রাজদুহিতা পত্নীকে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, যদিও তিনি আশ্রমে বাস করেন, তবুও তাঁর যোগ-শক্তির প্রভাবে তিনি যে-কোন স্থানে গমন করতে

পারেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি যা-কিছু করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে যোগ-সিদ্ধি। কতকগুলি আসনের পদ্ধতি প্রদর্শন করে, কেবল সিদ্ধ যোগী হওয়া যায় না, অথবা এই সমস্ত আসন কিংবা তথাকথিতভাবে ধ্যান করে কখনও ভগবান হওয়া যায় না, যদিও এই রকম বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। মূর্খ লোকেরা বিপথগামী হয়ে বিশ্বাস করে যে, কেবল তথাকথিতভাবে ধ্যান করে এবং কতকগুলি আসনের অভ্যাস করে তারা ছয় মাসের মধ্যে ভগবান হয়ে যেতে পারবে।

আদর্শ সিদ্ধ যোগীর দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হয়েছে; তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন। তেমনই, দুর্বাসা মুনিরও একটি বর্ণনা রয়েছে, যিনি গগন-মার্গে ভ্রমণ করতে পারতেন। সিদ্ধ যোগীরা সত্যি সত্যি তা করতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করতে সক্ষম হলেও এবং কর্দম মুনির মতো আশ্চর্যজনক প্রভাব প্রদর্শন করতে পারলেও, পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে কখনও তার তুলনা হতে পারে না, যাঁর শক্তি এবং অচিন্ত্য ক্ষমতা কোন বদ্ধ বা মুক্ত জীবের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। কর্দম মুনির এই কার্যকলাপের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, তাঁর অসীম যোগ-শক্তি সত্ত্বেও, তিনি ভগবানের ভক্ত ছিলেন। সেটিই হচ্ছে সমস্ত জীবের প্রকৃত স্থিতি।

শ্লোক ৪৪

বিভজ্য নবধাত্মানং মানবীং সুরতোৎসুকাম্ ।
রামাং নিরময়ন্ রেমে বর্ষপূগান্মুহূর্তবৎ ॥ ৪৪ ॥

বিভজ্য—বিভক্ত করে; **নব-ধা**—নয় ভাগে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **মানবীম্**—মনুকন্যা (দেবহূতি); **সুরত**—সম্ভোগের জন্য; **উৎসুকাম্**—উৎসুক; **রামাম্**—তাঁর পত্নীকে; **নিরময়ন্**—আনন্দ প্রদান করে; **রেমে**—তিনি উপভোগ করেছিলেন; **বর্ষ-পূগান্**—বহু বৎসর ধরে; **মুহূর্তবৎ**—এক মুহূর্তের মতো।

অনুবাদ

তাঁর আশ্রমে ফিরে এসে, তিনি রমণ উৎসুকা মনুকন্যা দেবহূতিকে রতি সুখ প্রদান করার জন্য নিজেকে নয়রূপে বিভক্ত করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর সঙ্গে বহু বৎসর ধরে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন, যা তাঁর কাছে এক মুহূর্তের মতো প্রতীত হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহূতিকে *সুরতোৎসুকা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মেরু পর্বত এবং স্বর্গলোকের মনোরম উদ্যানসমূহ সহ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে তাঁর পতির সঙ্গে ভ্রমণ করে, তিনি স্বাভাবিকভাবেই কামোদ্দীপ্তা হয়েছিলেন, এবং তাঁর সেই কাম-বাসনা তৃপ্ত করার জন্য কর্দম মুনি নিজেকে নয়রূপে বিস্তার করেছিলেন। তিনি একের পরিবর্তে নয় হয়েছিলেন, এবং সেই নয়জন ব্যক্তি বহু বছর ধরে দেবহূতির সঙ্গে রমণ করেছিলেন। রমণীদের যৌন ক্ষুধা পুরুষদের থেকে নয়গুণ বেশি। এখানে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তা না হলে, কর্দম মুনির নিজেকে নয়রূপে বিস্তার করার কোন কারণ ছিল না। এখানে যোগ-শক্তির আর একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। পরমেশ্বর ভগবান যেমন নিজেকে অনন্ত কোটিরূপে বিস্তার করতে পারেন, একজন যোগীও তেমন নিজেকে নয়রূপে বিস্তার করতে পারেন, কিন্তু তার বেশি নয়। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে সৌভরি মুনি; তিনিও নিজেকে আটরূপে বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু যোগী যতই শক্তিশালী হোন না কেন, তিনি আট অথবা নয় এর থেকে অধিকরূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন না। পরমেশ্বর ভগবান কিন্তু অনন্তরূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন—যে-কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণিত হয়েছে। কোন রকম চিন্তনীয় শক্তির প্রকাশের দ্বারা কেউই কখনও ভগবানের সমতুল্য হতে পারে না।

শ্লোক ৪৫

তস্মিন্ বিমান উৎকৃষ্টাং শয্যাং রতিকরীং শ্রিতা ।
ন চাবুধ্যত তং কালং পত্যাপীচ্যেন সঙ্গতা ॥ ৪৫ ॥

তস্মিন্—তাতে; **বিমানে**—বিমানে; **উৎকৃষ্টাম্**—পরম উৎকৃষ্ট; **শয্যাম্**—শয্যায়; **রতি-করীম্**—রতি বর্ধনকারী; **শ্রিতা**—স্থিত; **ন**—না; **চ**—এবং; **অবুধ্যত**—তিনি লক্ষ্য করেছিলেন; **তম্**—তা; **কালম্**—সময়; **পত্যা**—তাঁর পতির সঙ্গে; **অপীচ্যেন**—অত্যন্ত রূপবান; **সঙ্গতা**—সঙ্গে।

অনুবাদ

দেবহূতিও সেই বিমানে রমণেচ্ছা বর্ধনকারী পরম উৎকৃষ্ট শয্যায় তাঁর অত্যন্ত রূপবান পতির সঙ্গে রমণরতা থাকায়, কত সময় যে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, তা বুঝতে পারেননি।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে রতিক্রীড়া এতই সুখকর যে, তারা যখন সেই কর্মে লিপ্ত হয়, তখন সময় যে-কিভাবে অতিবাহিত হচ্ছে, তা তারা একেবারেই ভুলে যায়। কর্দম মুনি এবং দেবহূতিও তাঁদের রতিক্রীড়ার সময়, কাল যে কিভাবে অতিবাহিত হচ্ছে তা ভুলে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৬

এবং যোগানুভাবেন দম্পত্যো রমমাণয়োঃ ।
শতং ব্যতীয়ুঃ শরদঃ কামলালসয়োর্মনাক্ ॥ ৪৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **যোগ-অনুভাবেন**—যোগ-শক্তির দ্বারা; **দম্-পত্যোঃ**—দম্পতি; **রমমাণয়োঃ**—রমণ-সুখ উপভোগ করার সময়; **শতম্**—এক শত; **ব্যতীয়ুঃ**—অতিবাহিত হয়েছিল; **শরদঃ**—শরৎ ঋতু; **কাম**—রতি সুখ; **লালসয়োঃ**—লালায়িত; **মনাক্**—অল্প সময়ের মতো।

অনুবাদ

সেই দম্পতি যখন কাম-সুখের জন্য অত্যন্ত লালায়িত হয়ে রমণ-সুখ উপভোগ করছিলেন, তখন এক শত শরৎ ঋতু অল্প কালের মতো অতিবাহিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৭

তস্যামাধত্ত রেতস্তাং ভাবয়ন্নাত্মনাত্মবিৎ ।
নোধা বিধায় রূপং স্বং সর্বসঙ্কল্পবিদ্বিভুঃ ॥ ৪৭ ॥

তস্যাম্—তাঁর মধ্যে; **আধত্ত**—তিনি আধান করেছিলেন; **রেতঃ**—বীর্য; **তাম্**—তাঁর; **ভাবয়ন্**—মনে করে; **আত্মনা**—তাঁর অর্ধাঙ্গিনীরূপে; **আত্ম-বিৎ**—আত্ম-তত্ত্ববিৎ; **নোধা**—নবধা; **বিধায়**—বিভক্ত করে; **রূপম্**—দেহ; **স্বম্**—নিজের; **সর্ব-সঙ্কল্প-বিৎ**—সমস্ত বাসনা সম্বন্ধে যিনি জানেন; **বিভুঃ**—শক্তিশালী কর্দম মুনি।

অনুবাদ

শক্তিশালী কর্দম মুনি সকলের মনের কথা জানতেন, এবং তিনি সকলের বাসনা পূর্ণ করতে পারতেন। আত্ম-তত্ত্ববিৎ কর্দম মুনি দেবহূতিকে তাঁর অর্ধাঙ্গিনীরূপে বিবেচনা করেছিলেন। নিজেকে নবধা বিভক্ত করে, তিনি দেবহূতির গর্ভে নয়বার বীর্যপাত করেছিলেন।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি জানতেন যে, দেবহূতি বহু সন্তান কামনা করেছিলেন, তাই তিনি একবারেই নয়টি সন্তান উৎপন্ন করেছিলেন। এখানে তাঁকে বিভু বলা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি ছিলেন সব চাইতে শক্তিমান স্বামী। তাঁর যোগ-শক্তির প্রভাবে তিনি দেবহূতির গর্ভে একসঙ্গে নয়টি কন্যা উৎপন্ন করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

অতঃ সা সুষুবে সদ্যো দেবহূতিঃ স্ত্রিয়ঃ প্রজাঃ ।
সর্বাস্তাশ্চারুসর্বাঙ্গ্যো লোহিতোৎপলগন্ধয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অতঃ—তার পর; সা—তিনি; সুষুবে—জন্ম দিয়েছিলেন; সদ্যঃ—সেই দিনে; দেবহূতিঃ—দেবহূতি; স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রী; প্রজাঃ—সন্তান; সর্বাঃ—সকলে; তাঃ—তারা; চারু-সর্ব-অঙ্গ্যঃ—সর্বাঙ্গসুন্দর; লোহিত—লাল; উৎপল—পদ্মের মতো; গন্ধয়ঃ—গন্ধ-সমন্বিত।

অনুবাদ

তার ঠিক পরেই, সেই দিনই, দেবহূতি নয়টি কন্যা-সন্তান প্রসব করেছিলেন। সেই কন্যারা সকলেই ছিল সর্বাঙ্গসুন্দরী এবং তাদের দেহ থেকে রক্ত-পদ্মের সুগন্ধ নির্গত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

দেবহূতি কামে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর থেকে অধিক ডিম্বাণু স্খলিত হয়েছিল, এবং নয়টি কন্যার জন্ম হয়েছিল। স্মৃতি-শাস্ত্রে এবং আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে যে, যখন পুরুষের স্খলন অধিক হয়, তখন পুত্র-সন্তান উৎপন্ন হয়, কিন্তু যখন স্ত্রীর স্খলন অধিক হয়, তখন কন্যা-সন্তান উৎপন্ন হয়। এই অবস্থা থেকে প্রতীত হয় যে, দেবহূতি অধিক কামোত্তেজিত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি এক সঙ্গে নয়টি কন্যা প্রসব করেছিলেন। সেই সব কয়টি কন্যাই কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরী ছিল, এবং তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত সুগঠিত ছিল। তারা সকলেই পদ্মফুলের মতো সুন্দর এবং সুরভিত ছিল।

শ্লোক ৪৯

পতিং সা প্রব্রজিষ্যন্তং তদালক্ষ্যোশতীবহিঃ ।
স্ময়মানা বিক্লবেন হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৪৯ ॥

পতিম্—তাঁর পতি; **সা**—তিনি; **প্রব্রজিষ্যন্তম্**—গৃহত্যাগ করতে উদ্যত; **তদা**—তখন; **আলক্ষ্য**—দেখে; **উশতী**—সুন্দর; **বহিঃ**—বাহ্যিকভাবে; **স্ময়মানা**—স্মিত হেসে; **বিক্লবেন**—বিচলিত; **হৃদয়েন**—হৃদয়ে; **বিদূয়তা**—সন্তপ্ত হয়ে।

অনুবাদ

তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পতি গৃহ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন তিনি বাইরে ঈষৎ হাস্যান্বিতা হলেও, অন্তরে অত্যন্ত বিচলিত এবং সন্তপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি যোগ-শক্তির প্রভাবে তাঁর গৃহস্থ আশ্রমের কার্য অতি শীঘ্রই সমাপ্ত করেছিলেন। গগন-মার্গে প্রাসাদ সৃষ্টি, সুন্দরী সহচরীগণ কর্তৃক পরিবৃতা হয়ে, পত্নী সহ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ, এবং সন্তান উৎপাদনের কার্য সম্পন্ন হয়েছিল আর এখন, তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে, পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার পর, আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির উদ্দেশ্যে, তিনি গৃহ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তাঁর পতিকে এইভাবে প্রস্থানোদ্যত দেখে, দেবহূতি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পতির মনোরঞ্জনের জন্য তিনি হাসছিলেন। কর্দম মুনির উদাহরণটি অত্যন্ত ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত; কৃষ্ণভক্তি লাভ করাই যাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি যদি গৃহস্থ আশ্রমে জড়িয়েও পড়েন, তবুও গৃহস্থালির আকর্ষণ যত শীঘ্রই সম্ভব ত্যাগ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

শ্লোক ৫০

লিখন্ত্যধোমুখী ভূমিং পদা নখমণিশ্রিয়া ।
উবাচ ললিতাং বাচং নিরুন্ধ্যাশ্রুকলাং শনৈঃ ॥ ৫০ ॥

লিখন্তী—দাগ কেটে; **অধঃমুখী**—অবনত মস্তকে; **ভূমিম্**—মাটিতে; **পদা**—তাঁর পায়ের দ্বারা; **নখ**—নখ; **মণি**—মণি-সদৃশ; **শ্রিয়া**—শোভাযুক্ত; **উবাচ**—তিনি

বলেছিলেন; ললিতাম্—সুমধুর; বাচম্—বচন; নিরুধ্য—সংবরণ করে; অশ্রু-কলাম্—অশ্রুধারা; শনৈঃ—ধীরে ধীরে।

অনুবাদ

সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর মণি-সদৃশ শোভাযুক্ত পদনখের দ্বারা তিনি ভূমি লিখন করতে (দাগ কাটতে) লাগলেন। অধোমুখী হয়ে, অশ্রুধারা সংবরণ করে, তিনি সুমধুর বচনে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

দেবহূতি এত সুন্দরী ছিলেন যে, তাঁর পায়ের নখগুলি ছিল ঠিক মুক্তার মতো, এবং তিনি যখন মাটিতে দাগ কাটছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল যেন মাটিতে মুক্তা ছড়ানো হয়েছে। কোন রমণী যখন তাঁর পা দিয়ে মাটিতে দাগ কাটেন, তখন বুঝতে হবে যে, তাঁর চিত্ত অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে। এই সমস্ত লক্ষণগুলি কখনও কখনও গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রদর্শন করে থাকেন। গভীর রাত্রে গোপিকারা যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের গৃহে ফিরে যেতে বলেন, সেই সময় গোপিকারাও এইভাবে মাটিতে তাঁদের পা দিয়ে দাগ কাটছিলেন, কেননা তখন তাঁদের চিত্ত অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫১

দেবহূতিরুবাচ
সর্বং তদ্ভগবান্মহ্যমুপোবাহ প্রতিশ্রুতম্ ।
অথাপি মে প্রপন্নায়া অভয়ং দাতুমর্হসি ॥ ৫১ ॥

দেবহূতিঃ—দেবহূতি; উবাচ—বললেন; সর্বম্—সমস্ত; তৎ—তা; ভগবান্—হে ভগবান; মহ্যম্—আমার জন্য; উপোবাহ—পূর্ণ হয়েছে; প্রতিশ্রুতম্—প্রতিশ্রুতি; অথ অপি—তবুও; মে—আমাকে; প্রপন্নায়ৈ—শরণাগতকে; অভয়ম্—অভয়; দাতুম্—দান করার জন্য; অর্হসি—যোগ্য।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে প্রভো! আপনি আমার কাছে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা সবই আপনি পূর্ণ করেছেন, কিন্তু আমি যেহেতু আপনার শরণাগত, তাই কৃপা করে আপনি আমাকে অভয় দান করুন।

তাৎপর্য

দেবহূতি তাঁর পতির কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে অভয় প্রদান করেন। পত্নীরূপে তিনি পূর্ণরূপে তাঁর পতির শরণাগত ছিলেন, এবং তাই পতির কর্তব্য হচ্ছে পত্নীকে অভয় প্রদান করা। আশ্রিত ব্যক্তিকে কিভাবে অভয় প্রদান করতে হয়, তা শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেনি সে আশ্রিত, এবং তার পক্ষে কখনও গুরু, পতি, পরিজন, পিতা, মাতা ইত্যাদি হওয়া উচিত নয়। গুরুজনের কর্তব্য হচ্ছে আশ্রিত ব্যক্তিকে অভয় দান করা। তাই পিতারূপে, মাতা রূপে, গুরুরূপে, পরিজনরূপে অথবা পতিরূপে দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে আশ্রিত ব্যক্তিকে সংসারের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করা। সংসার-জীবন সর্বদা ভয় এবং উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। দেবহূতি বলেছেন, "আপনি আপনার যোগ-শক্তির প্রভাবে আমাকে সব রকম জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছেন, এবং এখন যখন আপনি প্রস্থান করতে উদ্যত হয়েছেন, আপনি আমাকে আপনার অন্তিম দান প্রদান করুন, যাতে আমি এই বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হতে পারি।"

শ্লোক ৫২

ব্রহ্মন্দুহিতৃভিস্তুভ্যং বিমৃগ্যাঃ পতয়ঃ সমাঃ ।
কশ্চিৎস্যান্মে বিশোকায় ত্বয়ি প্রব্রজিতে বনম্ ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মন্—হে প্রিয় ব্রাহ্মণ; **দুহিতৃভিঃ**—কন্যাদের দ্বারা; **তুভ্যম্**—আপনার জন্য; **বিমৃগ্যাঃ**—অন্বেষণ করে নেবে; **পতয়ঃ**—পতি; **সমাঃ**—উপযুক্ত; **কশ্চিৎ**—কোন; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **মে**—আমার; **বিশোকায়**—সান্ত্বনার জন্য; **ত্বয়ি**—আপনি যখন; **প্রব্রজিতে**—প্রস্থান করার পর; **বনম্**—বনে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, আপনার কন্যারা তাদের উপযুক্ত পতি অন্বেষণ করে তাদের পতিগৃহে চলে যাবে। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে আপনি বনে চলে যাওয়ার পর, কে আমাকে সান্ত্বনা দেবে?

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, পিতাই অন্যরূপে পুত্র হন। তাই পিতা এবং পুত্রকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। পুত্রবতী বিধবা প্রকৃত পক্ষে বিধবা নন, কেননা তার কাছে

তার পতির প্রতিনিধি রয়েছে। তেমনই দেবহূতি পরোক্ষভাবে কর্দম মুনির কাছে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন তাঁর এক প্রতিনিধিকে রেখে যান, যাতে তাঁর অনুপস্থিতিতে এক যোগ্য পুত্রের দ্বারা তিনি তাঁর উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে পারেন। গৃহস্থকে চিরকাল গৃহে থাকতে হয় না। পুত্র এবং কন্যাদের বিবাহের পর, গৃহস্থ তাঁর উপযুক্ত পুত্রদের কাছে তাঁর পত্নীর দায়িত্বভার ন্যস্ত করে, গৃহস্থালি থেকে অবসর গ্রহণ করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে বৈদিক সামাজিক প্রথা। দেবহূতি পরোক্ষভাবে অনুরোধ করেছেন যে, তাঁর পতির অনুপস্থিতিতে গৃহে যেন অন্তত একটি পুত্র-সন্তান থাকে, যে তাঁকে তাঁর উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত করবে। এই মুক্তির অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক উপদেশ। মুক্তির অর্থ জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়। দেহের অবসানে জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমাপ্তি হবে, কিন্তু পারমার্থিক উপদেশের সমাপ্তি হবে না; চিন্ময় আত্মার সঙ্গে তা থাকবে। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য উপদেশের অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু উপযুক্ত পুত্র বিনা, দেবহূতি কিভাবে পারমার্থিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করবেন? পতির কর্তব্য হচ্ছে পত্নীর কাছে তাঁর ঋণ শোধ করা। পত্নী একনিষ্ঠভাবে পতির সেবা করে, এবং তার ফলে পতি পত্নীর কাছে ঋণী হন, কেননা বিনিময়ে কোন কিছু না দিয়ে, আশ্রিত ব্যক্তির কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করা যায় না। গুরু পারমার্থিক শিক্ষা দান না করে, শিষ্যের সেবা গ্রহণ করতে পারেন না। এইটি প্রেম এবং কর্তব্যের পারস্পরিক আদান-প্রদান। এইভাবে দেবহূতি তাঁর পতি কর্দম মুনিকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর সেবা করেছেন। যদি তিনি তাঁর পত্নীর ঋণ শোধ করার ভিত্তিতেও তা বিবেচনা করেন, তা হলে তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, গৃহ ত্যাগ করার পূর্বে তিনি যেন তাঁকে একটি পুত্র-সন্তান দিয়ে যান। পরোক্ষভাবে, দেবহূতি তাঁর পতির কাছে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন অন্তত একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম হওয়া পর্যন্ত আরও কিছুদিন গৃহে থাকেন।

শ্লোক ৫৩

এতাবতালং কালেন ব্যতিক্রান্তেন মে প্রভো ।
ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসঙ্গেন পরিত্যক্তপরাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥

এতাবতা—এতখানি; অলম্—বৃথা; কালেন—সময়; ব্যতিক্রান্তেন—অতিক্রান্ত হয়েছে; মে—আমার; প্রভো—হে প্রভু; ইন্দ্রিয়-অর্থ—ইন্দ্রিয় সুখভোগ; প্রসঙ্গেন—বিষয়ে; পরিত্যক্ত—অবহেলা করে; পর-আত্মনঃ—ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান।

অনুবাদ

এতকাল পর্যন্ত আমি ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন না করে, কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের বিষয়ে আমার সময় বৃথা অতিবাহিত করেছি।

তাৎপর্য

পশুদের মতো ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কার্যকলাপে সময় অপচয় করা মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য নয়। পশুরা সর্বদা আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন, এই প্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কার্যে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়, যদিও জড় দেহ থাকার ফলে, নিয়ন্ত্রিত বিধি-নিষেধের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই, বস্তুত, দেবহূতি তাঁর পতিকে বলেছেন—"আমরা কন্যা-সন্তান লাভ করেছি, ভাস্বমাণ প্রাসাদে আমরা সারা ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করে জড় সুখ উপভোগ করেছি। আপনার কৃপায় এই সব কিছু লাভ হয়েছে, কিন্তু সেইগুলি হয়েছে কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য। এখন আমার পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য কিছু করা আপনার অবশ্য কর্তব্য।"

শ্লোক ৫৪

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সজ্জন্ত্যা প্রসঙ্গস্ত্বয়ি মে কৃতঃ ।
অজানন্ত্যা পরং ভাবং তথাপ্যস্ত্বভয়ায় মে ॥ ৫৪ ॥

ইন্দ্রিয়-অর্থেষু—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য; **সজ্জন্ত্যা**—আসক্ত হয়ে; **প্রসঙ্গঃ**—প্রবণতা; **ত্বয়ি**—আপনার জন্য; **মে**—আমার দ্বারা; **কৃতঃ**—সম্পাদিত হয়েছে; **অজানন্ত্যা**—না জেনে; **পরম্ ভাবম্**—আপনার দিব্য স্থিতি; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **অস্তু**—হোক; **অভয়ায়**—ভয় দূর করার জন্য; **মে**—আমার।

অনুবাদ

আমি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্ত হয়ে আপনাকে ভাল বেসেছিলাম, আপনার চিন্ময় স্থিতি সম্বন্ধে আমি তখন জানতে পারিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার প্রতি আমার যে-আসক্তি, তা আমাকে সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত করুক।

তাৎপর্য

দেবহূতি তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে শোক প্রকাশ করছেন। স্ত্রী হওয়ার ফলে তাঁকে কাউকে না কাউকে ভালবাসতে হত। কোন কারণের বশে তিনি কর্দম মুনিকে

ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তাঁর পারমার্থিক উন্নতির কথা তাঁর জানা ছিল না। কর্দম মুনি দেবহূতির মনের কথা জানতেন। সাধারণত সমস্ত রমণীরাই জড় সুখভোগের বাসনা করে। যেহেতু তারা জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাই তাদের অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বলে বিবেচনা করা হয়। দেবহূতি অনুশোচনা করছেন যে, তাঁর পতি যদিও তাঁকে সর্ব শ্রেষ্ঠ জড়-জাগতিক সুখ প্রদান করেছেন, তবুও তাঁর পারমার্থিক উপলব্ধি সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে, যদিও তাঁর মহান পতির মহিমা সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ, তবুও তিনি যেহেতু তাঁর শরণ গ্রহণ করেছেন, তাই তিনি জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে অবশ্যই মুক্ত হবেন। মহৎ ব্যক্তির সঙ্গ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, সাধুসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা জ্ঞানবান না হলেও কেউ যদি মহাত্মার সঙ্গ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে তৎক্ষণাৎ বিশেষভাবে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করতে পারেন। একজন স্ত্রীরূপে, একজন সাধারণ পত্নীরূপে, দেবহূতি তাঁর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য এবং অন্যান্য জাগতিক প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করার জন্য কর্দম মুনির প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন মহাপুরুষের সঙ্গ করেছিলেন। এখন তিনি সেই কথা বুঝতে পেরে, তাঁর মহান পতির সঙ্গ লাভের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৫

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া ।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ ৫৫ ॥

সঙ্গঃ—সঙ্গ; **যঃ**—যিনি; **সংসৃতেঃ**—জন্ম-মৃত্যুর চক্রের; **হেতুঃ**—কারণ; **অসৎসু**—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের; **বিহিতঃ**—কৃত; **অধিয়া**—অজ্ঞান-জনিত; **সঃ**—সেই বস্তু; **এব**—নিশ্চয়ই; **সাধুষু**—সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গে; **কৃতঃ**—করা হলে; **নিঃসঙ্গত্বায়**—মুক্তির জন্য; **কল্পতে**—কারণ-স্বরূপ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয় তৃপ্তি-পরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গ অবশ্যই সংসার বন্ধনের মার্গ। কিন্তু সেই সঙ্গ যদি অজ্ঞাতসারেও সাধুদের সঙ্গে করা হয়, তা হলে তা মুক্তির কারণ-স্বরূপ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সাধুসঙ্গ যেভাবেই হোক না কেন, তার ফল এক রকমই হয়ে থাকে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার জীবাত্মার সঙ্গ হয়েছিল; তাদের মধ্যে কেউ ছিল তাঁর প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন, এবং কেউ তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সাধনরূপে সঙ্গ করেছিল। সাধারণত বলা হয় যে, গোপিকারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, এবং তা সত্ত্বেও তাঁরা ভগবানের সর্বোত্তম ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র এবং অন্যান্য অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরী-ভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু শত্রুরূপেই হোক অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্যই হোক, ভয়বশত হোক অথবা শুদ্ধ ভক্তরূপেই হোক, তাঁরা সকলেই মুক্তি লাভ করেছিলেন। এটিই ভগবানের সঙ্গে সঙ্গ করার ফল। তিনি যে কে তা না জেনেও যদি কেউ তাঁর সঙ্গ করেন, তা হলেও তিনি সেই একই ফল প্রাপ্ত হবেন। সাধুসঙ্গের ফলেও মুক্তি লাভ হয়, ঠিক যেমন জ্ঞাতসারেই হোক অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক, কেউ যদি আগুনের সান্নিধ্যে আসে, তা হলে তিনি সেই আগুনের প্রভাবে উত্তপ্ত হবেন। দেবহূতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, কেননা যদিও তিনি কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্যই কর্দম মুনির সঙ্গ করতে চেয়েছিলেন, তবুও তিনি একজন মহাপুরুষ হওয়ার ফলে, তাঁর আশীর্বাদে তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করবেন।

শ্লোক ৫৬

নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে ।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ৫৬ ॥

ন—না; **ইহ**—এখানে; **যৎ**—যা; **কর্ম**—কর্ম; **ধর্মায়**—ধর্মীয় জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য; **ন**—না; **বিরাগায়**—বিরক্তির জন্য; **কল্পতে**—নিয়ে যায়; **ন**—না; **তীর্থ-পদ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **সেবায়ৈ**—প্রেমময়ী সেবার জন্য; **জীবন্**—জীবিত; **অপি**—সত্ত্বেও; **মৃতঃ**—মৃত; **হি**—নিশ্চয়ই; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

যে ব্যক্তির কর্ম তাকে ধর্মাভিমুখী করে না, যার ধর্ম অনুষ্ঠান জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তির উৎপাদন করে না, এবং যার বৈরাগ্য পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় পর্যবসিত হয় না, সেই ব্যক্তি জীবিত হলেও মৃত।

তাৎপর্য

দেবহূতি বলেছিলেন যে, তিনি যেহেতু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য তাঁর পতির সঙ্গে বাস করতে অনুরক্ত ছিলেন, যা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে না, তাই তাঁর জীবন কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র হয়েছিল। যে কার্য ধার্মিক জীবনের পথে মানুষকে পরিচালিত করে না, তা কেবল ব্যর্থ কার্যকলাপ মাত্র। সকলেরই কোন না কোন কর্ম করার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে, এবং সেই কার্যকলাপের ফলে যখন ধর্ম-জীবন লাভ হয়, এবং ধর্ম-জীবন অনুশীলনের ফলে যখন বৈরাগ্য লাভ হয়, এবং সেই বৈরাগ্যের ফলে যখন ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়, তখনই কর্মের পূর্ণ সার্থকতা লাভ হয়। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেই কার্য চরমে ভগবদ্ভক্তির পথে পরিচালিত করে না, তা জড় জগতের বন্ধনের কারণ, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ* । স্বাভাবিক কর্ম করার প্রবণতা থেকে মানুষ যদি ক্রমশ ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে জীবিত হলেও মৃত। যে সমস্ত কার্যকলাপ কৃষ্ণভক্তির পথে মানুষকে পরিচালিত করে না, তা ব্যর্থ।

শ্লোক ৫৭

সাহং ভগবতো নূনং বঞ্চিতা মায়য়া দৃঢ়ম্ ।
যত্ত্বাং বিমুক্তিদং প্রাপ্য ন মুমুক্ষেয় বন্ধনাৎ ॥ ৫৭ ॥

সা—সেই ব্যক্তি; **অহম্**—আমি; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **নূনম্**—অবশ্যই; **বঞ্চিতা**—প্রতারিত; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **দৃঢ়ম্**—দৃঢ়তাপূর্বক; **যৎ**—যেহেতু; **ত্বাম্**—আপনি; **বিমুক্তি-দম্**—মুক্তিদাতা; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **ন মুমুক্ষেয়**—আমি মুক্তির অন্বেষণ করিনি; **বন্ধনাৎ**—সংসার বন্ধন থেকে।

অনুবাদ

হে ভগবন্! আমি অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের দুরতিক্রম্য মায়াশক্তির দ্বারা প্রবলভাবে প্রতারিত হয়েছি, কেননা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদানকারী আপনার সঙ্গ লাভ করা সত্ত্বেও, আমি মুক্তির অন্বেষণ করিনি।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সুন্দর সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। প্রথম সুযোগ হচ্ছে মনুষ্য-জীবন লাভ করা, এবং দ্বিতীয় সুযোগটি হচ্ছে যেখানে পারমার্থিক

জ্ঞানের অনুশীলন হয়, সেই পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা; এইটি অত্যন্ত দুর্লভ। সর্ব শ্রেষ্ঠ সুযোগ হচ্ছে সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গ করা। দেবহূতি জানতেন যে, একজন সম্রাটের কন্যারূপে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি পর্যাপ্তরূপে শিক্ষিতা এবং সংস্কৃতিসম্পন্না ছিলেন, এবং অবশেষে একজন মহান যোগী ও মহাত্মা কর্দম মুনিকে তিনি তাঁর পতিরূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি যদি জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত না হন, তা হলে অবশ্যই তিনি দুর্লঙ্ঘ মায়াশক্তির দ্বারা প্রতারিত হবেন। প্রকৃত পক্ষে মায়াশক্তি সকলকে প্রতারণা করছে। মানুষ যখন জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য কালী অথবা দুর্গারূপে মায়াশক্তির পূজা করে, তখন তারা বুঝতে পারে না যে, তারা কি করছে। তারা প্রার্থনা করে, "মা আমাকে ধন সম্পদ দাও, ভাল পত্নী দাও, যশ দাও, জয় দাও।" কিন্তু মায়া বা দুর্গার এই প্রকার ভক্তেরা জানে না যে, তারা দেবী কর্তৃক প্রতারিত হচ্ছে। জড়-জাগতিক লাভ প্রকৃত পক্ষে কোন প্রকার লাভই নয়, কেননা জড়-জাগতিক উপহারগুলির দ্বারা মোহিত হওয়া মাত্রই, তারা আরও বেশি করে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং তখন আর মুক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা সহকারে অবগত হওয়া যে, কিভাবে পারমার্থিক উপলব্ধির জন্য জড়-জাগতিক সম্পদসমূহের সদ্ব্যবহার করা যায়। তাকে বলা হয় কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ। আমাদের যা-কিছু রয়েছে, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় আমাদের ব্যবহার করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* উপদেশ দেওয়া হয়েছে, *স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য*—মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার সমস্ত সম্পদ দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। ভগবানের সেবা করার বিবিধ উপায় রয়েছে, এবং যে-কোন ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুসারে ভগবানের সেবা করতে পারে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'দেবহূতির অনুতাপ' নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।